বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

" "The voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio'... I did not hear this broadcast" - শর্মিক সালিক।

"From all the available evidence it appears that Mujib never made any proclamation of independence; it was Major Ziaur Rahman who acted on his won initiative and was the first to announce it from Chittagong Radio Station at midnight on March 25-26" - জি ডব্লিউ চৌধুরী।

" *He (Sheikh Mujibur Rahman) himself, so far as I know, has not asked for independence, even now*"-ইন্দিরা গান্ধী, ৬ নভেম্বর ১৯৭১।

" *Major Zia took control of the transmitters, separately located on Kaptai Road and used the available equipment to broadcast the 'declaration of independence' of Bangladesh*" - শর্মিক সালিক।

আরমান আমিন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

আরমান আমিন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
মুক্তিযুদ্ধ চেতনা গবেষণা কেন্দ্র

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০৪

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

Bangladesher Shadhinata Ghoshona : By Arman Amin
Published by : Muktijuddho Chetana Gobeshana Kendra
First Edition : August 2004
Price . Tk 100.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

নতুন প্রজন্মের পাঠকদের প্রতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং ঘটনাবলী আমি ছোটবেলা থেকেই খুব আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করতাম। ১ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর অধিবেশন মূলতবী ঘোষণার ফলে সারা দেশের মানুষের মধ্যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনাশিয়ামের সামনে পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো হয় এবং মিছিল সহকারে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশের জন্য হাজার হাজার মানুষ হোটেল পূর্বানীর সামনে জমায়েত হয়েছিল। এসব ঘটনা এখনও আমার স্মৃতিপটে জাগরুক। একাত্তরের সেইক্ষণে ঢাকা শহরের নিরস্ত্র মানুষের ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ের প্রস্তুতি, অস্ত্র তৈরির জন্য এসএম হলসহ অন্যান্য স্থানের লৌহ নির্মিত বাউন্ডারি ইত্যাদি ভাঙ্গা এবং এ কারণে চারিদিকে ঠুস-ঠাস আওয়াজের মধ্যে মানুষের রণ-প্রস্তুতির বজ্রনিনাদ ঘোষিত হচ্ছিল। রণ-প্রস্তুত বাঙ্গালী আশা করেছিল শেখ সাহেব ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এ আশা অনেকের মতো আমিও করেছিলাম। কিন্তু কি কারণে তিনি তা করেননি তা আজও রহস্যাবৃত।

৬ মার্চ সন্ধ্যার ট্রেনে আমি ঢাকা ত্যাগ করি। ৮ মার্চ রেডিওতে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের বক্তৃতা শুনতে পাই। ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানিদের বর্বর হামলার পর আমরা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা শুনেছি। ঐ ঘোষণায় মেজর জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি এবং কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সারা বিশ্বের কাছে আহ্বান জানান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য। তাঁর ঐ ঘোষণা চট্টগ্রাম বেতর কেন্দ্র থেকে বারবার প্রচারিত হওয়ায় এদেশের জনগণের মধ্যে বিরাট আশার ও সাহসের সঞ্চার হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আরও সুসংহত এবং বেগবান করার জন্য মেজর জিয়াউর রহমান নিজ উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত করে স্বাধীনতার আর একটি ঘোষণা দেন। তাঁর ঐ ভাষণটিও চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। এ ভাষণটি মেজর জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণা নামে সমধিক পরিচিতি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, মুক্তিযোদ্ধা ও গুণীজনের বিভিন্ন সময়ে দেয়া বক্তব্য বিবৃতি সংক্ষেপে এখানে আলোচিত হয়েছে। আশা করি, আমার এ প্রয়াস সুধীমহলে সমাদৃত হবে।

আরমান আমিন
১ আগস্ট ২০০৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের "স্বাধীনতা ঘোষণা" কে দিয়েছেন এবং "স্বাধীনতার ঘোষক"কে এ বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য এ বিষয়টিকে বিতর্কিত করার চেষ্টা হয়েছে বহুবার। বিশেষ একটি মহল জাতির ক্রান্তিকালে সঠিক সিদ্ধান্ত দানে নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণার কৃতিত্ব হাইজাক করতে উদগ্রীব। তাই এ বিষয়টি নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করে এবং শেখ মুজিবের নামে নানা ঘোষণার কথা বলে থাকে। তাঁর নামে প্রধানতঃ তিনটি বেতার ঘোষণার কথা বলা হয়, যেমন (১) ইপিআরের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ, (২) ২৬ মার্চ সকালে বিভিন্ন হাত ঘুরে এম আর সিদ্দিকীর নিকট বার্তা পৌঁছান এবং (৩) ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাত ১১-৩০ মিনিটে জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট বার্তা প্রেরণ। একই ব্যক্তির নামে তথ্য প্রেরণের এত উৎস এবং কথিত বার্তার ভিন্নতার ফলে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ ঐ সময়ে ইপিআর বা অন্য কোন মাধ্যমে বেতার বার্তা প্রেরণ সম্ভব ছিল না আর এ কারণে ঐ সকল বার্তার কথা কোন বাংলাদেশী তখন শুনেননি। প্রশ্ন উঠে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরুর আগ পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র তো বাঙালিদের দখলে ছিল। সেখান থেকে কেন শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না?

শেখ মুজিব চেয়েছিলেন তাঁর ৬ দফা ভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আদায় এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলির একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মসনদে আরোহন। তাঁর এ আকাংক্ষার বাস্তবায়ন ভূট্টোর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে অনেকটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে ৬ দফা ভিত্তিক

www.pathagar.com

ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যান। বাংলাদেশের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি নিজ জীবনের ঝুঁকি নিতে চাননি। তিনি জানতেন তাঁর ভূমিকার জন্য পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করবে না। তাই তিনি আত্মগোপন করেননি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন- অপেক্ষায় ছিলেন কখন তারা তাঁকে পাকিস্তানের নিরাপদ হেফাজতে নিয়ে যাবে। তিনি যেহেতু জানতেন তিনি আত্মসমর্পন করবেন তাই তাঁর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার প্রশ্নই আসেনা।

২৫ মার্চ রাতে তাঁর কাছে দিকনির্দেশনার জন্য গমনকারী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে তিনি আত্মগোপন করতে বলেন। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার তথা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন নির্দেশ দেননি। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের বীর জনতার স্বাধীকার আন্দোলন থেমে যাবে এবং পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বাধ্য হয়ে আবার তাঁর সাথে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা করবে। তাঁর এ ধারণা ভ্রান্ত ছিল। বাংলাদেশের জনগণ তাঁর ঘোষণা বা নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করেনি। নেতৃত্বের এই সংকটকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বীর সিপাহসালার মেজর জিয়াউর রহমান ২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাতে দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দানের জন্য এগিয়ে আসেন এবং চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দেশের মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করেন।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে অবমূল্যায়ন করা, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে মহিমান্বিত করা এবং এক ধরনের দখলী মানসিকতার কারণেই জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অস্বীকার করে শেখ মুজিবের নামে তা চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। সম্প্রতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র'[১০] (৩য় খন্ড) থেকে শেখ মুজিবের নামে দেয়া তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণাটি তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় তা বাদ দেয়া হয় এবং তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে দেয়া স্বাধীনতা ঘোষণাটি দলিলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত ঘোষণায় জিয়াউর রহমান নিজেকে বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট এবং লিবারেশন আর্মির কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে ঘোষণা

www.pathagar.com

করেন। বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার আগে ২৫-২৬ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতে তিনি পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং সেনাবাহিনীর অফিসার, জেসিও ও জওয়ানদের একত্রিত করে তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সাথে সাথে তা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদেরকে জানানো হয়। জাতির ঐ সংকটময় মুহূর্তে- ২৫ মার্চ রাতে, যখন শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সেনা বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ প্রাণ রক্ষার্থে আত্মগোপন করেন এবং অনেকেই নিরাপদ আশ্রয় ভারতে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন ঠিক সে মুহূর্তে (২৫-২৬ মার্চ রাতে) মেজর জিয়াউর রহমানের বিদ্রোহ, দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আর্মি, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্যদের একত্রিত করে Liberation Army গঠন এক বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসী কাজ ছিল যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। যুগযুগ ধরে তিনি বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে চিরস্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবেন।

জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা সকলেই বেতার মারফত শুনেছেন। পক্ষান্তরে শেখ মুজিবের তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণা বাংলাদেশের কেউ শুনেননি। এমনকি আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রচারবিদগণ কর্তৃক বহুল উল্লেখিত ও উদ্ধৃত সিদ্দিক সালিক ও ডেভিড লোশাকও না। শেখ মুজিব পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য ১৬ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং ২৫ মার্চ পর্যন্ত তিনি আলোচনার ফলাফল এবং ইয়াহিয়া খানের সিদ্ধান্ত জানার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর তিনি মুক্তিযুদ্ধ শুরুর নির্দেশ দেননি। বরং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত নিজ গৃহে অবস্থান করেন এবং গ্রেপ্তার হন।

শেখ মুজিব প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করার একটি উপায় আছে। কথিত আছে পাকিস্তানের তৎকালীন ইয়াহিয়া সরকার গোপনে শেখ মুজিবের বিচার করেছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি পাকিস্তানের যে কারাগারে ছিলেন সেখানে নাকি তাঁর কবরও খোড়া হয়েছিল। বিচারকালে নিশ্চয়ই শেখ মুজিবের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছিল। বিচারকালে তাঁর দেয়া স্টেটম্যান্টে তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া অথবা ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর কথা উল্লেখ থাকতে পারে। তাই তাঁর বিচারের নথিপত্র যোগাড় করে এ বিতর্কের অবসান ঘটানো যেতে পারে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, বীর মুক্তিযৌদ্ধা এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের মন্তব্য এবং মতামত এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করা যায় এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে সকল বিভ্রান্তির অবসান হবে এবং বাংলাদেশের মানুষ জাতীয় বীর এবং মহান মুক্তিযৌদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ এবং স্বচ্ছ ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. **সিদ্দিক সালিক ঃ**

David Loshak এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রক-এর প্রকাশিত দলিল থেকে শেখ মুজিবের ঘোষণার উদ্ধৃতি ... ১৯

সিদ্দিক সালিক শেখ মুজিবের বেতার ঘোষণা শুনেননি ... ২০

ডেভিড লোশাক-এর বক্তব্য ... ২০

জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ডাক দেন ... ২৭

২. **বাংলাদেশ গণপরিষদে বিতর্ক ঃ**

গণপরিষদে শেখ মুজিবের ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন ... ২৯

পাকিস্তানিরা অতর্কিতে আক্রমণ করে - যুদ্ধ ঘোষণা করলে আমরা মোকাবিলা করতে পারতাম - শেখ মুজিব ... ৩১

৩. **এম এ মোহাইমেন ঃ**

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি না নেয়ায় এবং শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণে সবাই ক্ষুব্ধ ছিল ... ৩৩

www.pathagar.com

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিনের সাক্ষাৎ - শেখ মুজিবের স্বেচ্ছায় ধরা দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ ... ৩৫

৪. **অলি আহাদ ঃ**

অতর্কিত হামলার ফলে শেখ মুজিবের পক্ষে কোন নির্দেশ দেয়া সম্ভব হয়নি - জিয়াউর রহমানের কণ্ঠ চট্টগ্রাম বেতারে ভেসে এসেছিল ... ৩৮

৫. **জি ডব্লিউ চৌধুরী ঃ**

শেখ মুজিব ২৫ মার্চ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২৭ মার্চ হরতাল ডেকেছিলেন ... ৪২

২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাতে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ... ৪৩

৬. **বদরুদ্দীন উমর ঃ**

যুদ্ধের শুরুতেই শেখ মুজিব আত্মসমর্পণ করেন ... ৪৫

এম আর সিদ্দিকীর বক্তব্য ৪৬

বার্তা প্রসঙ্গে এম আর সিদ্দিকী ৪৭

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ৪৯

www.pathagar.com

৭. **সৈয়দ আলী আহসান ঃ**

২৬ মার্চ আমার জন্ম দিবস ছিল - ঐদিন আমি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছি ৫০

৮. **শামসুল হুদা চৌধুরী ঃ**

আমি চরম পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি তা পাকিস্তানিরা জানতো - জিয়াউর রহমান ... ৫২

৯. **তাজউদ্দীন আহমদ ঃ**

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ... ৫৩

১০. **প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঃ**

শেখ মুজিব "জয় বাংলা! জিয়ে পাকিস্তান" বলে ৭ই মার্চের ভাষণের সমাপ্তি টেনেছিলেন ... ৫৪

১১. **ইন্দিরা গান্ধী ঃ**

শেখ মুজিব কোন দিন স্বাধীনতার ডাক দেন নাই ... ৫৫

১২. **ভারতের রাষ্ট্রপতি সঞ্জিব রেড্ডি ঃ**

স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ... ৫৬

www.pathagar.com

১৩. **শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঃ**

স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব-প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিজস্ব নিবন্ধ ৫৭

বেতারে জিয়াউর রহমানের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা ... ৬১

বেতারে জিয়াউর রহমানের দ্বিতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা ৬২

মেজর জিয়াউর রহমান দ্বিতীয় বেতার ঘোষণা স্বউদ্যোগেই দিয়েছিলেন কর্ণেল অলি আহমদ, বীর বিক্রম ঃ ৬৩

১৪. **লেঃ কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামান, বীর উত্তম ঃ**

ইপিআর মেসেজের প্রচারণা তথ্যভিত্তিক নয় - জিয়াউর রহমানের দুই ঘোষণাই আমি শুনেছি ... ৬৪

১৫. **মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম ঃ**

২৫ মার্চ রাতে ইপিআর থেকে মেসেজ প্রেরণ সম্ভবপর ছিল না ৬৫

২৫ মার্চ ২২ বালুচ রেজিমেন্ট অবাঙ্গালী সিগন্যাল সেনাদের ডিউটিতে নিয়োগ করে ৬৫

২৫ মার্চ শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণ ও গ্রেফতারবরণ ৬৬

www.pathagar.com

শেখ মুজিব-জেনারেল ইয়াকুব বৈঠক ... ৬৭

ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শেখ মুজিব পাকিস্তানের ক্ষমতা লাভের উদ্যোগ নেন ... ৬৮

এন্থনী ম্যাসকারেনহাস কর্তৃক শেখ মুজিবের সমালোচনা ... ৬৯

দৈনিক বাংলার জনাব মনজুর আহমেদের সাথে জিয়ার সাক্ষাৎকার ... ৬৯

২৬শে মার্চ জিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণা - অফিসার ও জোয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ... ৭১

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ... ৭১

শমশের মুবিন চৌধুরী জিয়াউর রহমানের ঘোষণা বার বার পাঠ করেন ... ৭২

মেজর জিয়া তাঁর ঘোষণার মাধ্যমে জাতিকে আশার পথ দেখিয়েছেন ... ৭২

১৬. **মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়া ঃ**

বেতারে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণায় জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবেই ঘোষণা করেছিলেন ৭৩

www.pathagar.com

১৭. **সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে ঃ**

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রয়োজন ... ৭৫

পাদটীকা ঃ ... ৭৬-৮০

www.pathagar.com

১
সিদ্দিক সালিক

ডেভিড লোশাক এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রক-এর প্রকাশিত দলিল থেকে শেখ মুজিবের ঘোষণার উদ্ধৃতি

একটি মহল থেকে দাবী করা হয় শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর সিদ্দিক সালিক[১]-এর বই Witness to Surrender থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়। মেজর সিদ্দিক সালিক David Loshak[২]-এর বই Pakistan Crisis থেকে উদ্ধৃতিসহ লিখেছেন, "When the first shot had been fired, 'the voice of Sheikh Mujibur Rehman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh.' The full text of the proclamation is published in Bangladesh Documents released by the Indian Foreign Ministry. It says, 'This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you are and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved'" *(Witness to Surrender, Published : 1978, P-75).* অর্থাৎ "যখন প্রথম গুলিটি ছোড়া হয় তখন পাকিস্তানের সরকারী রেডিওর ওয়েভলেংথের

www.pathagar.com

কাছাকাছি শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ ক্ষীণভাবে ভেসে আসে। এটা মনে হয় যে, পূর্ব রেকর্ডকৃত মেসেজ যেখানে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেন।" ঘোষণাটির পুরো বিবরণ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস-এ ছাপা হয়। ঘোষণায় বলা হয়েছে, "এটা মনে হয় আমার শেষ মেসেজ। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের কাছে আমার আহ্বান, আপনারা যে যেখানেই থাকেন না কেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করুন শেষ শক্তি বিন্দু পর্যন্ত। আপনাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যতদিন পর্যন্ত দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বশেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে না যায় ও চুড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হয়" *(উইটনেস টু সারেন্ডার, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৭৫।)*

সিদ্দিক সালিক শেখ মুজিবের বেতার ঘোষণা শুনেননি

"I did not hear this broadcast. I only heard the big bang of the rocket launcher fired by the commandos to remove a barrier blocking their way to Mujib's house. Lieutenant-Colonel Z. A. Khan, the commanding officer and Major Bilal, the company commander, themselves had accompanied the raiding platoon" *(Witness to Surrender, Published : 1978, P-75).* অর্থাৎ "আমি এই বেতার ঘোষণা শুনি নাই। আমি শুধু শেখ মুজিবের বাড়ীর দিকে যাওয়ার পথের ব্যারিকেড সরানোর জন্য কমান্ডোদের গোলার প্রচণ্ড আওয়াজ শুনেছি। কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জেড. এ খান ও কোম্পানী কমান্ডার মেজর বেলাল অভিযানে অংশ গ্রহণকারী প্লাটুনের সাথে ছিলেন।" *(উইটনেস টু সারেন্ডার, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৭৫)।*

ডেভিড লোশাক-এর বক্তব্য

এখন দেখা যাক এ প্রসঙ্গে David Loshak তাঁর বই Pakistan Crisis-এ কি লিখেছেন। লোশাকের বই থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ টুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

www.pathagar.com

"Soon after darkness fell on March 25, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangla Desh. He called on Bengalis to go underground, to reorganize and to attack the 'invaders'. And he claimed to be 'as free as Bangladesh'- a tragically true claim, for he was in prison. But it was a claim which fired the resolve of the Mukti Fouj in those early, fraught weeks before they succumbed to the legions of the West. Radio Bangladesh continued to broadcast, but its claim grew wilder and lost credibility. It soon became obvious that it was not even located in Bangladesh, but in India" *(Pakistan Crisis by David Loshak. Published : 1971. P-89).* অর্থাৎ "২৫শে মার্চ অন্ধকার নেমে আসার পরপরই পাকিস্তানের সরকারী রেডিওর ওয়েভলেংথের কাছাকাছি শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ ক্ষীণভাবে ভেসে আসে। এটা মনে হয় যে, পূর্ব রেকর্ডকৃত মেসেজ যেখানে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেন। তিনি বাঙ্গালীদেরকে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে পুনরায় সংগঠিত হয়ে হানাদারদের ওপর আক্রমণ করার ডাক দেন এবং তিনি নিজেকে বাংলাদেশের মত মুক্ত বলে দাবী করলেও দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি জেলে ছিলেন। কিন্তু এ ঘোষণা পশ্চিমা বিরাট সেনাদলের কাছে পদানত হওয়ার আগের সে বিপদসংকুল সপ্তাহগুলোতে মুক্তি ফৌজের মনোবলকে চাঁঙ্গা করেছিল। রেডিও বাংলাদেশের সম্প্রচার অব্যাহত থাকলেও এর দাবিসমূহ অতিরঞ্জিত হয়ে পড়ে ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে থাকে। দ্রুত এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, বেতার কেন্দ্রটি এমনকি বাংলাদেশেও নয়, ভারতে অবস্থিত" *(সূত্র ঃ পাকিস্তান ক্রাইসিস, ডেভিড লোশাক, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭১, পৃ-৮৯)।*

এ প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সিদ্দিক সালিক কর্তৃক David Loshak-এর এ সংক্রান্ত বাক্যের শুরুর "Soon after darkness fell on March 25", বাদ দিয়ে তার স্থলে "When the first shot had been fired" শব্দগুলো জুড়ে দেয়ার সম্ভাব্য কারণ

www.pathagar.com

হতে পারে যে, সিদ্দিক সালিক ২৫ মার্চ সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ অন্ধকার নেমে আসার পর শেখ মুজিব কোন প্রকার ঘোষণা দিয়েছেন তা তিনি বিশ্বাস করেননি। তিনি অবশ্য স্পষ্টই তাঁর বই-এ উল্লেখ করেছেন যে তিনি ঐ ধরনের কোন ব্রডকাস্ট/ঘোষণা শুনেননি।

নিজের কানে শুনেননি বলেও কেন সিদ্দিক সালিক ডেভিড লোশাকের কিছু বক্তব্য বাদ দিয়ে নতুন বক্তব্য (When the first shot had been fired) জুড়ে দিয়ে ডেভিড লোশাকের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা রহস্যজনক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় আওয়ামী লীগকেও নিজেদের গৌরবগাথা এবং কৃতিত্ব প্রচারের জন্য বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর বর্বর আক্রমণকারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বারবার তাঁর বই-এর উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। শেখ মুজিব ঐ ধরনের ঘোষণা দিলে বাংলাদেশের জনগণ অবশ্যই তা শুনতেন। লন্ডনবাসী সাংবাদিক ডেভিড লোশাকের বই থেকে তা জানতে হতো না। দুঃখজনক হলেও সত্য এতে আওয়ামী রাজনীতির দৈন্যতাই প্রকাশ পাচ্ছে। আওয়ামী লীগের প্রচারবিদ এবং সিদ্দিক সালিক ও ডেভিড লোশাকের মধ্যে কোন প্রকার আঁতাত ও যোগসাজশ রয়েছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে।

সিদ্দিক সালিক স্পষ্ট করেই লিখেছেন যে তিনি শেখ মুজিবের বেতার ঘোষণা শুনেননি "I did not hear this broadcast"। পাকিস্তান রেডিওর ওয়েভলেংথের কাছাকাছি শেখ মুজিবের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসার যে বক্তব্য তিনি তাঁর বইয়ে ডেভিড লোশাক থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা কে বা কারা শুনেছে তার কোন উল্লেখ যেমন তাঁর বইয়ে নেই তেমনি ডেভিড লোশাকের বই-এও নেই।

সিদ্দিক সালিক ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (Ministry of External Affairs)-এর প্রকাশিত Bangladesh Document থেকে শেখ মুজিবের তথাকথিত ঘোষণা উদ্ধৃত করেছেন। শেখ মুজিবের নামে দেয়া স্বাধীনতার ঐ ঘোষণাটি যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র পুনঃমুদ্রণ প্রত্যয়ন কমিটি তা বাতিল করেছেন এবং

www.pathagar.com

২০০৪ সালে পুনঃমুদ্রিত দলিলপত্র-এর ৩য় খন্ডে তা পুনঃমুদ্রিত হয়নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দলিলপত্র পুনর্মুদ্রন প্রত্যয়ন কমিটিতে প্রখ্যাত এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

১৯৭১ সালে ভারত কর্তৃক প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন দানের যৌক্তিকতা হিসেবে এবং আইনী জটিলতা নিরসনকল্পে পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলির সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ঐ ঘোষণা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত সরকার তৈরী করে থাকতে পারেন এবং Bangladesh Documents-এ অন্তর্ভূক্ত করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক কর্তৃক তা প্রকাশ করা হতে পারে।

এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে Ministry of External Affairs না বলে সিদ্দিক সালিক Foriegn Ministry বলেছেন যা সঠিক নহে। এর থেকেও ধারণা করা যেতে পারে যে, সিদ্দিক সালিক প্রকৃত তথ্য যাচাই-বাছাই না করেই তাঁর বই-এ ভুল তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন।

লোশাকের কথামতে ২৫ মার্চ অন্ধকার নেমে আসার পরপর রেডিওতে শেখ মুজিবের কণ্ঠ ভেসে আসে। অথচ বাংলাদেশের কেউ এই ঘোষণা শুনেননি এমনকি আওয়ামী লীগের কেউ দাবী করে না যে শেখ মুজিব ২৫ মার্চ সুর্যাস্তের বা অন্ধকার নামার পর পর কোন ঘোষণা দিয়েছিলেন বা বার্তা প্রেরণ করেছিলেন বা তা বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। তাছাড়া লোশাক তাঁর ঐ বক্তব্যের সমর্থনে কোন সূত্র উল্লেখ করেনি। সিদ্দিক সালিক বলেছেন তিনি ব্রডকাস্ট শুনেননি। লোশাক নিজে ঐ রেডিও ব্রডকাস্ট শুনেছেন বলেও বলেননি। তিনি ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানেও ছিলেন না। তাই তাঁর ঐ বক্তব্য সমর্থনযাগ্য নয়। তাছাড়া লোশাকের রিপোর্টিং-এর সত্যতা নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাঁকে নানা অভিযোগে নাইজেরিয়া ও সিয়েরালিওন থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল।

David Loshak আরও উল্লেখ করেছেন, ঐ ব্রডকাস্টে শেখ মুজিব বলেছিলেন, "And he claimed to be 'as free as Bangladesh'-

www.pathagar.com

a tragically true (untrue?) claim, for he was in prison". অর্থাৎ ঐ ঘোষণায় শেখ মুজিব "নিজেকে বাংলাদেশের মতো মুক্ত দাবী করেছেন" ... "অথচ তিনি জেলে ছিলেন"। লোশাকের এই বক্তব্যও সঠিক নয় কারণ ২৫ মার্চ শেখ মুজিব জেলে ছিলেন না।

ডেভিড লোশাক তাঁর বই-এ উল্লেখ করেছেন যে, শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে 'Peoples Republic of Bangladesh' বলে ঘোষণা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রচারিত শেখ মুজিবের কোন বার্তায় পূর্ব পাকিস্তানকে 'People's Republic of Bangladesh' ঘোষণা করা হয়েছে এমন কোন উল্লেখ নেই। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রচারিত শেখ মুজিবের তথাকথিত কোন বার্তায় যেখানে 'People's Republic of Bangladesh'-এর উল্লেখ নেই David Loshak তা কোথায় পেলেন। আসলে সব বানানো গল্প।

পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলির একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার এবং নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার লক্ষ্যেও ডেভিড লোশাকের বই-এ পাকিস্তানের সরকারী রেডিও'র ওয়েভলেংথের কাছাকাছি শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে ভেসে আসার গল্প ফাঁদা হতে পারে। তিনি হয়তো বলতে চেয়েছেন ২৫ মার্চ অন্ধকার নেমে আসার পরপরই শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করার ফলেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছে নয়তো তারা ঐ ধরনের বর্বরতা এবং নৃশংসতা চালাতো না।

২৫ ও ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে David Loshak তাঁর বই Pakistan Crisis-এর Chronology শিরোনামে যা লিখেছেন তাতে ২৫ বা ২৬ তারিখে শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা নেই। তাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের বাঙালী সদসদের বিদ্রোহের কথা আছে।

"March 25,1971 : Yahya and Bhutto leave Dacca. Mujib arrested. Army launches mass attack on Awami League, Students, Hindus and Bengalis generally. Bengali elements in army and police mutiny".

www.pathagar.com

"March 26,1971 : Present Yahya denounces Sheikh Mujib as a traitor, bans Awami League and issues stiff new series of martial law directives, Rigorous clampdown on reporting of developments inside East Pakistan" *(Ref : Pakistan Crisis, By David Loshak, Published : 1971 - P-xviii).*

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেখ মুজিবের পূর্ব রেকর্ডকৃত মেসেজ সম্পর্কীয় ডেভিড লোশাকের বক্তব্য তথ্যভিত্তিক নয় এবং এ কারণে তা গ্রহণযোগ্যও নহে।

শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ডেভিড লোশাকের কিছু বক্তব্য

"Although styled 'Sheikh' Mujib came from a comparatively humble village background. He was born in March 1919. At Islamia College in Calcutta, he was a poor student, and failed several exams, but, showing the capacity for 'management' which later made him the Awami League's leader, he 'managed' to graduate. ... Tall and well-built, with a thick moustache and features rather like Stalin's, Mujib is a family man and an inveterate pipe-smoker. When still a small boy, he was betrothed in a marriage arranged by his parents, in the traditional way, to his three-year -old orphan cousin. His wife, Begum Mujibur Rahman, who bore his three daughters and two sons, herself became a key figure in the inner circles of the Awami League and a strong political influence not only on Mujib but other party leaders" *(Ref : Pakistan Crisis, By David Loshak, Published : 1971 - P-27).* অর্থাৎ " 'শেখ' পদবী হলেও শেখ মুজিব সাধারণ গ্রাম্য পরিবেশ থেকে উঠে এসেছেন। তিনি ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে তিনি একজন নিকৃষ্টমানের ছাত্র ছিলেন এবং কয়েকটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন, তবে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে তিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নেতা হন এবং কোন রকমে

www.pathagar.com

স্নাতক ডিগ্রী লাভে সক্ষম হন। ... লম্বা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ঘন গোঁফ ও শারীরিক গঠনের কারণে অনেকটা স্ট্যালিন-এর মত, মুজিব একজন পরিবার ঘেঁষা লোক এবং বদ্ধমূল পাইপ স্মোকার ছিলেন। যখন তিনি মাত্র একজন ছোট্ট বালক ছিলেন তখন, তাঁর পিতামাতার স্থির করা, তিন বছর বয়সী 'কাজিন' এর সাথে সনাতন পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রী বেগম মুজিবুর রহমান তাঁর তিন কন্যা ও দুই পুত্রের জননী। বেগম মুজিব আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং শুধু মুজিবের ওপর নয়, দলের অন্যান্য নেতাদের ওপরও তাঁর প্রচন্ড রাজনৈতিক প্রভাব ছিল" *(সূত্র ঃ পাকিস্তান ক্রাইসিস, ডেভিড লোশাক, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭১, পৃ-২৭)।*

"... Sheikh Mujibur Rahman, remained solely concerned with securing autonomy for East Pakistan. He hardly thought in national terms. Sheikh Mujib made a fine Bengali orator and was a born political leader. But, in private, he cut a mediocre figure for a future prime minister, lacking any basic political philosophy and without even the haziest ideas of how he would conduct a government" *(Ref : Pakistan Crisis, By David Loshak, Published : 1971 - P-52).* অর্থাৎ "শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রামে একান্তভাবে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কদাচিৎ জাতীয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। শেখ মুজিব একজন ভাল বাঙ্গালী বক্তা ও একজন সহজাত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। কিন্তু একান্তে, একজন ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি মধ্যম মানের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন; তাঁর মধ্যে মৌলিক রাজনৈতিক দর্শনের অভাব ছিল, সরকার পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে এমনকি অস্পষ্টতম ধারণাও ছিলনা" *(সূত্র ঃ পাকিস্তান ক্রাইসিস, ডেভিড লোশাক, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭১, পৃ-৫২)।*

"Bhutto is a brilliant, sophisticated, travelled worldly and rich man, as witty and silver-tongued in private as on the public platform. Beside him, the humbler, less-polished Mujib, in his ill-cut wastcoat, seemed, for all his power as a crowd orator, a comparative rustic, and Mujib certainly felt this. In their rare meeetings, the two men had failed to 'click'."... *(Ref : Pakistan Crisis, By David*

www.pathagar.com

Loshak, Published : 1971 - P-56). অর্থাৎ "ভুট্টো হচ্ছেন সুদক্ষ, পরিশীলিত এবং বিশ্বব্যাপী ঘুরে বেড়ানো ধনী লোক; একান্তে এবং প্রকাশ্য মঞ্চে রসালো সুবক্তা। তাঁর পাশে হীনমর্যাদাসম্পন্ন কম মার্জিত এবং নিম্নমানের ফতুয়া পরিহিত মুজিব, জনগণকে আকৃষ্টকারী বক্তার সকল শক্তি থাকা সত্ত্বেও, তুলনামূলকভাবে গ্রাম্য এবং মুজিবও নিশ্চয়ই তা মনে করতেন" *(সূত্র ঃ পাকিস্তান ক্রাইসিস, ডেভিড লোশাক, প্রকাশকাল ঃ ১৯৭১, পৃ-৫৬)।*

ডেভিড লোশাকের উপরোক্ত বক্তব্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের মান সম্পর্কে নীচ ধারণা প্রকাশ পায়। লোশাক একদিকে শেখ মুজিবের নিকৃষ্টমানের বয়ান দিয়েছেন অন্যদিকে ভূট্টোর প্রশস্তি গেয়েছেন।

লোশাকের বক্তব্যের কোন কোনটি অসত্য। যেমন শেখ মুজিবের ৩ কন্যা ও ২ পুত্র সংক্রান্ত বক্তব্য। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব ২ কন্যা ও ৩ পুত্রের জনক। শেখ মুজিবের জন্ম সম্পর্কেও ডেভিড লোশাক অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। শেখ মুজিব মার্চ ১৯১৯ নয়, মার্চ ১৯২০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।

শুধু শেখ মুজিব নয়, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিও David Loshak-এর বিরূপ ধারণা প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন- "For it was the West wing that was the making of Pakistan, where the drive and know-how were. The Bengalis tended to do only what they were best at: talking" অর্থাৎ "পাকিস্তান সৃষ্টিতে পশ্চিম অংশের প্রধান ভূমিকা ছিল, সেখানে ছিল উদ্যম ও বাস্তব জ্ঞান। বাঙ্গালীদের প্রবণতা ছিল ঐ কাজটি করা যাতে তারা পটু ঃ কথা বলা" *(Ref : Pakistan Crisis, By David Loshak, Published : 1971 - P-24).*

জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ডাক দেন

পক্ষান্তরে মেজর জিয়াউর রহমান যে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন মেজর সিদ্দিক

www.pathagar.com

সালিক[১] তাঁর গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন- "They also controlled major parts of Chittagong cantonment and the city. The only islands of government authority there were the 20 Baluch area and the naval base. Major Ziaur Rehman, the second-in-command of 8 East Bengal, assumed command of the rebels in Chittagong in the absence of Brigadier Mozumdar (who had been tactfully taken to Dacca a few days earlier). While the government troops clung to the radio station, in order to guard the building, Major Zia took control of the transmitters, separately located on Kaptai Road and used the available equipment to broadcast the 'declaration of independence' of Bangladesh." *(Witness to Surrender, Published : 1978, P-79).* অর্থাৎ "তারা চট্টগ্রাম সেনানিবাস ও শহরের বেশিরভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো। সরকারী নিয়ন্ত্রণে শুধু ছিল ২০ বালুচ নিয়ন্ত্রিত এলাকা ও নৌ-ঘাঁটি। মেজর জিয়াউর রহমান ৮ ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে বিগ্রেডিয়ার মজুমদারের অনুপস্থিতিতে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সেনাদের কমান্ড গ্রহণ করেন (কয়েকদিন আগেই ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে কৌশলে ঢাকায় নেয়া হয়)। রেডিও স্টেশনের বিল্ডিংটি পাহারা দেয়ার জন্য সরকারী সেনারা সেটিকে আঁকড়ে থাকলেও মেজর জিয়া কাপ্তাই রোডে আলাদাভাবে অবস্থিত ট্রান্সমিটারের দখল নেন এবং বেতারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন" *(উইটনেস টু সারেন্ডার, প্রকাশককাল ঃ ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৭৯)।*

www.pathagar.com

২

বাংলাদেশ গণপরিষদে বিতর্ক

গণ পরিষদে শেখ মুজিবের ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন

বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৭২ সনের ১০ই এপ্রিল সকাল ১০ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। গণপরিষদের ঐ অধিবেশনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্পীকারের অনুমতি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে তিনি ২৬ শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি জুড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। তখন গণপরিষদ সদস্য মিসেস নুরজাহান মোর্শেদ ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে স্পীকার তাঁকে আর বিস্তারিত বলার সুযোগ দেননি। তখন এ বিষয়টি শেখ মুজিব এড়িয়ে যান। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণ, এমনকি গণপরিষদের সদস্যরাও অবহিত নহেন। বাংলাদেশ গণপরিষদের ১০ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখের কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঃ মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার অনুমতি নিয়ে পরিষদে আমি একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পেশ করছি ঃ

ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালীরা, সাবেক ই.পি.আর. ও

www.pathagar.com

পুলিশ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিব নগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল তার সঙ্গে এই গণপরিষদ একাত্মা প্রকাশ করছে। ...

মিসেস নূর জাহান মুরশেদ ঃ মাননীয় সভাপতি সাহেব, গত ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমি জানতে চাই।

জনাব স্পীকার ঃ আমি বলছি প্রস্তাবের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আপনি বসুন, আপনারা বসুন।

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ঃ দেখা যাক প্রস্তাবটির পক্ষে কে আছেন, বিপক্ষে কে আছেন, তারপর অন্য কথা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঃ এটা একটা শোক-প্রস্তাব। যেটা বাদ পড়ে, মাননীয় সদস্যের বা সদস্যার বলার অধিকার রয়েছে যে, সেটা জুড়ে দেওয়া হোক। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘোষণা করা হয়েছিল, এটার সঙ্গে তার কোন মিল আছে বলে মনে করি না। যদি আপনি সত্যই কিছু দেখতে চান, নিশ্চয়, আমি অনুরোধ করছি, দেখতে পারেন। আর আমাদের বুঝা উচিত আমরা গণপরিষদের সদস্য। জনাব স্পীকার সাহেব, আপনাকে কার্যপ্রণালী বিধি নিয়ে চলতে হবে। সদস্যরা এটা বুঝবার চেষ্টা করবেন *(সূত্র ঃ বাংলাদেশ গণপরিষদ, বিতর্ক, সরকারী বিবরণী, সোমবার, ১০ই এপ্রিল ১৯৭২ - পৃ-১০-১১)।*

www.pathagar.com

পাকিস্তানিরা অতর্কিতে আক্রমণ করে - যুদ্ধ ঘোষণা করলে আমরা মোকাবিলা করতে পারতাম - শেখ মুজিব

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবের দেশ শাসনের শুরু থেকেই তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা তথা ওয়ারলেস মেসেজ সম্পর্কে প্রচুর বিতর্ক ছিল। শেখ মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ওয়ারলেসে চট্টগ্রামে মেসেজ পাঠিয়েছেন এটা প্রমাণ করার প্রচুর চেষ্টা করা সত্ত্বেও জনগণ তা বিশ্বাস না করায় তিনি প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ ছিলেন। এ বিষয়টি বাংলাদেশ গণপরিষদে দেয়া তাঁর বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে গণপরিষদে দেয়া তাঁর বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র সাত কোটি বাঙ্গালীর উপর কুকুরের মত লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করত, তবে আমরা সেই যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫শে মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার উপর থেকে হয় নাই। যদি কোন নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে একই সময়ে, একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো?" *(সূত্র ঃ বাংলাদেশ গণপরিষদ, বিতর্ক, সরকারী বিবরণী, সোমবার, ১০ই এপ্রিল ১৯৭২ - পৃ-১৪)।*

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ সময় 'ওয়ারলেসে' বার্তা প্রেরণের কোন সুযোগ ছিলনা। "রাত সাড়ে ১০টার দিকে ২২তম বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা পীলখানার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং আক্রমণের জন্যে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। রাত ঠিক ১২টায় একটি গুলির শব্দ হয় এবং তার পরপরই একসংগে সমগ্র পীলখানার ওপর

www.pathagar.com

২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। ... পাকসেনারা কোয়ার্টার গার্ডসহ সমগ্র পীলখানা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে (একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-১৫১)। "২৫ মার্চ ... পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী সন্ধ্যার মধ্যে সকল ইপিআর সেনা তাদের অস্ত্র অস্ত্রাগারে জমা দিয়ে দিলো। ২২ বালুচ রেজিমেন্ট নীরবে ইপিআর সিগন্যাল যোগাযোগ কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়ে নিলো এবং অবাঙালী সিগন্যাল সেনাদের ডিউটিতে নিয়োজিত করলো। গেটেও এই রেজিমেন্টের সেনাদের ডিউটি দেয়া হলো এবং পিলখানার ভিতরে প্রবেশ কিংবা সেখান থেকে বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হলো।" *(লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে - এ টেল অব মিলিয়নস, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-৬৩-৬৪)।*

www.pathagar.com

৩

এম এ মোহাইমেন

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি না নেয়ায় এবং শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণে সবাই ক্ষুব্ধ ছিল

শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা না করায় সাধারণ মানুষ এবং শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা খুবই ক্ষুব্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকেট নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এম এ মোহাইমেন[৩] তাঁর অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেন- "আগরতলায় আমি ৮ দিন ছিলাম। ... আমাদের আশ্রয় কেন্দ্রে গোসলের তেমন সুবিধা ছিলনা। তাই পাশ্বেই (পাশেই) একটি পুকুরে আমি গোসল করতে যেতাম। একদিন গোসল করতে গিয়ে একটি লোকের সংগে আমার দেখা হলো। কথায় মনে হলো লোকটি আগরতলার অধিবাসী নয়। পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বললো সে ই.পি.আর-এর একজন পলাতক সৈন্য। এখানে এসে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে যখন বললাম আমি আওয়ামী লীগের একজন এম.পি লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে যেন আমাকে মারতে আসবে মনে হলো। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগকে একটা অশ্লীল গালি দিয়ে লোকটি বললো এই কি আপনাদের রাজনীতি? দেশের মানুষের প্রতি কি আপনাদের কোন দায়িত্ব বোধই ছিল না? কেন, কি হয়েছে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করতে লোকটি বললো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যে সে সময় প্রস্তুতি চলছিলো এটা আমরা জানতে পেরেছিলাম এবং শেখ সাহেবকে খবর দিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু

www.pathagar.com

২২শে মার্চ যখন তাঁকে আলোচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন, অগ্রগতি নিশ্চয়ই হচ্ছে নচেৎ আলোচনা চলছে কেন? শেখ সাহেবের সেই বিবৃতিতে আমরা সামরিক বাহিনীর লোকেরা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে মনে করে নিশ্চিন্ত রইলাম, আমাদের পরিবারবর্গকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরাবার কোন উদ্যোগ নিলাম না। তাই ২৫শে মার্চ যখন আক্রমণ আরম্ভ হল আমার পরিবারবর্গকে ক্যান্টনমেন্টে ফেলেই প্রাণ নিয়ে আমাকে পালাতে হলো। এটা শুধু আমার ব্যাপারেই ঘটেনি আমাদের রেজিমেন্টের অনেকের ব্যাপারেই ঘটেছে। এখন আমাদের পরিবারের ভাগ্যে কি ঘটেছে এবং তারা কোথায় আছে আমরা কিছুই জানিনা বলে লোকটি প্রায় কেঁদে ফেললো। শেষে বললো ২২শে তারিখে যদি শেখ সাহেব আলোচনার সাফল্য সম্বন্ধে অত দৃঢ়ভাবে কিছু না বলে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করতেন তবে আমরা অনেকে ২৩/২৪ তারিখের মধ্যে পরিবার সরিয়ে নিতাম।

যা হোক ঐ সময় বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ সাহেবকে রাজনীতির খাতিরে বাধ্য হয়েই ঐ কথা বলতে হয়েছিল। একথা বলেও লোকটিকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। দেশের মাটি ছেড়ে বিশৃংখল বিপর্যস্ত অবস্থায় যে ভাবে বিদেশের মাটিতে এসে প্রাণ বাঁচাবার জন্য আশ্রয় আমাদের নিতে হয়েছে, নির্বাচনের পর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের কৌশল যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাতে সৈনিকটির অভিযোগকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। আন্দোলনকে অপরিকল্পিত ভাবে ঠেলে তুঙ্গে তুলে নিয়ে নিরস্ত্র সমগ্র দেশবাসীকে শেষ পর্যন্ত বন্দুকের মুখে ঠেলে দিয়ে প্রধান নেতার আত্মসমর্পন এবং বাকী নেতা ও উপনেতাদের দেশ ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ কতটুকু যৌক্তিক ও বাস্তবধর্মী কাজ হয়েছে নিজের কাছেও জবাব দিহি করে উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বার বার মনে হচ্ছিল কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে। ... *(সূত্র ঃ ঢাকা-আগরতলা-মুজিব নগর, কৃত ঃ এম এ মোহাইমেন - প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, পৃ-৪৮-৫১)*।

www.pathagar.com

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিনের সাক্ষাৎ - শেখ মুজিবের স্বেচ্ছায় ধরা দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ

"মে মাসের মাঝামাঝি একদিন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে আবার গেলাম। শুনলাম তার আগের দিন তাজউদ্দিন সাহেব ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা দিল্লী থেকে ফিরেছেন। প্রথমে দোতলায় খোন্দকার মোস্তাকের কামরায় গেলাম। দেখি তিনি চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। তার কাছে দিল্লী সফরের ফলাফল জানতে চাইলে তিনি রেগে তুবড়ীর মতো ফেটে পড়লেন। তিনি বললেন, কি করে আশা করেন যে আমরা ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে আনতে পারব? ইন্দিরা গান্ধী আমাদের যখন জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের যুদ্ধের স্ট্র্যাটিজি আমাকে বুঝিয়ে বলুন - যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি ধরা দিয়েছেন আর আপনাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন এটা কোন ধরনের রণকৌশল? আমরা এককথায় কোন জওয়াব দিতে পারিনি। ২৫ তারিখ রাতে শেখ সাহেবের পাক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের সমর্থনে আমরা কোন যুক্তিই দেখাতে পারিনি। ইন্দিরা গান্ধী যখন বারে বারে বলছিলেন ভূ-ভারতে কে কোথায় শুনেছে যে যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি শত্রুপক্ষের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়? আপনারা প্রথম প্রথম বলেছিলেন তিনি ২৫ মার্চ রাতেই গৃহত্যাগ করেছেন এবং সহসাই আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। পরে দেখা গেল আপনাদের সে কথা ঠিক নয়। তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন এটা যুদ্ধের কোন ধরণের কৌশল আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আমরা সবাই লা জওয়াব হয়ে গেলাম। উত্তর দেওয়ার আমাদের কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমরা কিভাবে পীড়াপীড়ি করতে পারি? তাই খালি হাতেই আমাদের ফিরে আসতে হয়েছে। বুঝলাম পঁচিশে মার্চ রাত্রিতে শেখ সাহেবের ধরা দেওয়াকে তিনি অত্যন্ত ভুল ও অবিবেচনার কাজ বলে মনে করে রেগে ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হয়ে আছেন।

শেখ সাহেবের এভাবে সেদিন রাত্রে ধরা দেওয়াকে আমিও কোনদিন মনের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে খাপ খাওয়াতে পারিনি। অন্যেরা যে যাই বলুক

www.pathagar.com

আমার নিজের ধারণা আওয়ামী লীগের নেতা তাজউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে এভাবে দেশ স্বাধীন করবে এটা তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল পাক বাহিনী অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্বে নিয়ে আসতে পারবে। বেশ কিছু নেতা-উপনেতাকে হত্যা করবে। দশ-বিশ হাজার কর্মীকে হত্যা করে সাময়িকভাবে দেশের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিলেও শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে না। আগরতলা কেসের সময় তাঁকে যেভাবে দেশের মানুষ আন্দোলন করে জেল থেকে বের করে এনেছিল সেভাবে দু'তিন বছর পরে তুমুল আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হবে।

জীবনে তিনি কোন দিনই আত্মগোপনের রাজনীতি করেননি, এ জীবন অত্যন্ত কস্টকর ও বিপদসংকূল যার সম্পর্কে তাঁর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তিনি ধরা দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাজউদ্দিন ও অন্যান্য নেতারা আত্মগোপন করে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন ধরা পড়লে পাকবাহিনী তাদেরকে খুব সম্ভব হত্যা করবে, আর তাদেরকে হত্যা করলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়াও হবে না। কিন্তু তাদেরকে হত্যা করলেই শেখ সাহেব ও তাঁর প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। ফলে আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হবে। সমস্ত ডালপালা কেটে ফেললে কান্ড যেমন শুকিয়ে যায় এটা অনেকটা সে রকম। শেখ সাহেব যেহেতু এত বড় একটা বিজয়ী দলের অবিসংবাদিত নেতা তাই তাঁকে হত্যা করতে পাকিস্তান সরকার সাহস না করলেও অন্যান্য নেতাদের হত্যা করে শেখ সাহেবকে দুর্বল ও অক্ষম করে দিতে দ্বিধা করবে না। তাই তাজউদ্দিন ও অন্যান্য নেতার পলায়নই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

পঁচিশে মার্চের রাতে ধরা দেওয়ার প্রধান কারণ যে শেখ সাহেবের আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের দুঃখ-কষ্ট এড়ানোর জন্য এটা আমার স্থিরবিশ্বাস। সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁর তেমন বিশ্বাস ছিল না। তাঁর বাসায় গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হলে তাঁকে কখনো খুব উৎসাহিত হতে দেখিনি। তাঁর গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে তিনি

www.pathagar.com

বিশ্বাস করতেন। '৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একবার মাত্র দুদিনের জন্য তাঁকে সন্ধ্যার পর আত্মগোপন করে অন্যত্র রাত্রিযাপন করতে আমি দেখেছি। ঐ সময়ে একদিন দুপুরে তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে টেলিফোনে সন্ধ্যায় গাড়ী নিয়ে তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। সেখানে গেলে ছোট একটি সুটকেস হাতে তিনি তাঁকে ফতুল্লায় আওয়ামী লীগের ট্রেজারার প্রফেসর হামিদের কোল্ড স্টোরেজ 'হিমাগার'-এ পৌঁছে দিতে বললেন। আমি গাড়ী চালাচ্ছিলাম। ড্রাইভার আনতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। যেতে যেতে তিনি বললেন কোন গোপন সূত্রে তাঁরা খবর পেয়েছেন যে, শেখ সাহেব ও তাঁকে সেদিন গ্রেফতার করা হতে পারে। তাই রাত্রে বাসায় থাকবেন না। অন্য একটি গাড়ী শেখ সাহেবকেও তাঁর বাসা থেকে 'হিমাগারে' নিয়ে আসবে। হিমাগারটি ছিল ঠিক বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে। যদি তাদেরকে হিমাগারে গ্রেফতার করার চেষ্টা হয় তবে একটি লঞ্চ সেখানে সর্বক্ষণ বাঁধা ছিল যাতে করে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের দিকে পাড়ি জমাতে পারেন। আমি জানি শেখ সাহেব গ্রেফতার এড়াবার জন্য শুধু দুই রাত্রি গৃহের বাইরে কাটিয়েছিলেন, পরে আর কখনো যাননি" *(সূত্র ঃ ঢাকা-আগরতলা-মুজিব নগর, কৃত ঃ এম এ মোহাইমেন - প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, পৃ-৬৪-৬৮)।*

www.pathagar.com

৪

অলি আহাদ

অতর্কিত হামলার ফলে শেখ মুজিবের পক্ষে কোন নির্দেশ দেয়া সম্ভব হয়নি - জিয়াউর রহমানের কণ্ঠ চট্টগ্রাম বেতারে ভেসে এসেছিল

শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আর একটি ভাষ্য বাজারে ছাড়া হয়। উক্ত ঘোষণাটি নাকি ২৫ মার্চ রাত ১১-৩০ মিনিটের সময় ইপিআর সদর দপ্তর আক্রমণ করার পরপরই শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামে জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তা টেকনাফ থেকে দিনাজপুর এবং বন্ধু দেশসমূহে সমুদ্রে অবস্থিত জাহাজ থেকে ট্রান্সমিট করা হয়। উক্ত ম্যাসেজটি এবং শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণার দাবীটি যে বানোয়াট ছিল তা জনাব অলি আহাদ[৪] তাঁর বই "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫"-এ উল্লেখ করেছেন। ... "বাংলা জাতীয় লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম এম আনোয়ারের উদ্যোগে আগরতলা এসেম্বলি মেম্বার রেস্ট হাউসে আমার ও আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল মালেক উকিলের মধ্যে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এক দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, শেখ মুজিবর রহমান গ্রেপ্তারের পূর্ব মুহূর্ত অবধি কোন নির্দেশ দান করেন নাই। এদিকে মুজিব-ইয়াহিয়ার মার্চ এর আলোচনার সূত্র ধরিয়া কনফেডারেশন প্রস্তাবের ভিত্তিতে সমঝোতার আলোচনা চলিতেছে। জনাব মালেক উকিল আমাকে

www.pathagar.com

ইহাও জানান যে, তিনি এই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী। প্রসংগত ইহাও উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে আমি সর্বজনাব আবদুল মালেক উকিল, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল হান্নান চৌধুরী, আলী আজম, খালেদ মোহাম্মদ আলী, লুৎফুল হাই সাচ্চু, প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার সহিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা কালে নেতা শেখ মুজিবর রহমান ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিয়াছিলেন কিনা, জানিতে চাহিয়াছিলাম। তাহারা সবাই স্পষ্ট ভাষায় ও নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন যে, ২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর আকস্মিক অতর্কিত হামলার ফলে কোন নির্দেশ দান কিংবা পরামর্শ দান করা নেতার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অথচ স্বাধীনতা উত্তর কালে বানোয়াট ভাবে বলা হয় যে, তিনি পূর্বাহ্নেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, শেখ মুজিবর রহমানও ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, তিনি নির্দেশনামা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে পাঠাইয়া ছিলেন। কথিত নির্দেশনামাটি নিম্নরূপ ঃ

DECLARATION OF WAR OF INDEPENDENCE

BY

BANGABANDHU SK. MUJIBUR RAHMAN

A historic message from Bangabandhu Sk. Mujibur Rahman conveyed to Mr. Zahur Ahmed Chowdhury on 25th March, 1971 at 11.30 hours immediately after crack-down of Pak Army.

"Pak army suddenly attacked E.P.R base at Pilkhana, Rajarbagh Police line and killing citizens, street battles are going on in every street of Dacca, Chittagong. I appeal to the nations of the World for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the mother land. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, E. P. R. Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to

www.pathagar.com

fight. No compromise, victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland. Convey this message to all Awami League leaders, workers and other patriots and lovers of freedom. May Allah bless you.

JOY BANGLA

SK. MUJIBUR RAHMAN

(This message was communicated from Teknaf to Dinajpur and to friendly countries through some vessel which were anchored at Bay of Bengal near Chittagong, by Mr. Zahur Ahmed Chowdhury)

উপরে আওয়ামী লীগ নেতাদের সাক্ষ্য অনুসারেই শেখ মুজিবর রহমানের এই দাবী যে বিতর্কের উর্ধ্বে নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য একথা সত্য যে, সেদিন আমার মত কোটি কোটি উৎকণ্ঠিত বাঙ্গালী-প্রাণ উল্লিখিত অনুরূপ একটি নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। পক্ষান্তরে সেই অন্ধকার ও চরম সংকটময় মুহূর্তে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিল একটি নির্ভয় বীরদর্পী বিদ্রোহী কণ্ঠ। এই কণ্ঠই সেদিন লক্ষ কোটি বাংগালীকে দিয়াছিল অভয়বাণী; ডাক দিয়াছিল মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে। কণ্ঠটি বেংগল আর্মীর মেজর জিয়াউর রহমানের। সময়োপযোগী নেতৃত্বদানের ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্যই পরবর্তীকালে শেখ মুজিবর রহমান অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্দেশ প্রদানের একটি ঘোষণাপত্র ছাপাইয়া সাধারণ্যে বিলি করিয়াছিলেন। ইহা না করিয়া তাঁহার উচিত ছিল সময়োপযোগী অবদানের জন্য মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বীকৃতিদান কেননা ইহা হইত নেতা সুলভ আচরণ। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান স্বাভাবিকভাবেই তাহা করিতে ব্যর্থ হন। ইহা অতীব পরিতাপ এবং দুঃখের বিষয়। যাহা হউক মেজর জিয়ার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সেদিন বাংগালীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল কবির সেই অভয় বাণী ঃ

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই;

www.pathagar.com

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

এভাবেই মেজর জিয়ার সেই ঘোষণা বাংগালী জাতির ধমনীতে সেদিনের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে জোগাইয়াছিল ঐশ্বরিক শক্তি; মনে প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল দৃঢ় প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ। ফলকথা, সেইদিন বাংগালীকে নিজস্ব সত্তায় আশ্বস্থ ও বলীয়ান করার জন্যই যেন মেজর জিয়ার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল" *(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, প্রকাশকাল ঃ ১৯৮২, পৃ-৫০০- ৫০৩)।*

www.pathagar.com

৫

জি ডব্লিউ চৌধুরী

শেখ মুজিব ২৫ মার্চ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২৭ মার্চ হরতাল ডেকেছিলেন

"পঁচিশে মার্চের ঘটনা সম্পর্কে এন্থনী ম্যাসকারেনহাস বলেছেন, শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের চোখ ও কানের সম্মুখে বেদনাদায়ক সাক্ষাৎ (সাক্ষ্য) প্রমাণের স্তূপ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ইয়াহিয়া খানের ফাঁদে সহজেই ধরা দিয়ে শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলার ওপর আলাপ-আলোচনা নামক উন্মাদের নাচে অংশ গ্রহণ করলেন এবং পরিণামে মেষের মতো কসাইয়ের শানিত অস্ত্রের মুখে নিক্ষিপ্ত হলেন। পঁচিশে মার্চে চরম আদেশ দানের পর ইয়াহিয়া খান যখন করাচিতে ফিরে যাচ্ছিলেন আর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদল যখন ঢাকা ও চট্টগ্রামে হত্যাযজ্ঞের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তখন আওয়ামী লীগের একজন সংবাদবাহক স্থানীয় ও বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে শেখ মুজিব স্বাক্ষরকৃত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করছিলেন" (একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-১৫৫)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ২৭ মার্চ হরতাল পালনের ডাক দেয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি ডব্লিউ চৌধুরী[৫] তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ The Last Days of United Pakistan এ ২৭ মার্চ শেখ মুজিব কর্তৃক হরতাল পালনের ডাক দেয়ার কথা উল্লেখ করেন- "In a subsequent press statement on March 25, Mujib called for a general strike on March 27 against the Army's actions in certain places in East Pakistan or Bangladesh. This was his last press

www.pathagar.com

statement before the Army began its military operations on the night of March 25-26". *(The Last Days of United Pakistan, Published : 1998, P-178).*

২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাতে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন

মেজর জিয়াউর রহমান যে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তা প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী G.W. CHOUDHURY -এর বই THE LAST DAYS of UNITED PAKISTAN এ স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়- "While the Army was successful in bringing the peace of the graveyard to Dacca city, its position in the rest of East Bengal was untenable. Its situation was most desperate in the major seaport of East Bengal, Chittagong, where the second-in-command of the East Bengal Regiment, Major Ziaur Rahman, after killing the West Pakistani commanding officer, announced the formation of the provisional government of Bangladesh from Chittagong Radio Station on March 26. *The Bangladesh government, however, says now that Mujib, before his arrest,* had made a declaration of independence at midnight on March 25. ... Yet another declaration of independence was issued by Tajuddin Ahmad, Prime Minister of the exile government in India, on April 17, 1971, when after proclaiming Bangladesh as a sovereign Republic, he said : "Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpses." From all the available evidence it appears that Mujib never made any proclamation of independence; it was Major Ziaur Rahman who acted on his won initiative and was the first to announce it from Chittagong Radio Station at midnight on March 25-26" *(The Last Days of United Pakistan, Published : 1998, P-186).* অর্থাৎ "সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে কবরস্থানের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও পূর্ব বাংলার অবশিষ্ট এলাকায় সেনাবাহিনীর অবস্থা নাজুক ছিল। পূর্ব বাংলার প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামে এর অবস্থা

www.pathagar.com

আরও ভয়াবহ ছিল, সেখানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানি কমান্ডিং অফিসারকে হত্যা করে চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন থেকে ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের প্রভিশনাল সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। তবে বাংলাদেশ সরকার এখন বলছেন যে, মুজিব গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ... তবে ভারতে অবস্থিত প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা দেন যেখানে তিনি বাংলাদেশকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে দাবী করেন, তিনি বলেন, "পাকিস্তান এখন মৃত এবং লাশের পাহাড়ের নীচে সমাহিত।" প্রাপ্ত সব সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শেখ মুজিব কখনও স্বাধীনতার কোন ঘোষণা দেন নাই, প্রকৃতপক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর নিজ উদ্যোগে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন থেকে ২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাতে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন"
(সূত্র ঃ দ্যা লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৮৬)

www.pathagar.com

৬

বদরুদ্দীন উমর

যুদ্ধের শুরুতেই শেখ মুজিব আত্মসমর্পণ করেন

..."যুদ্ধের শুরুতেই আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীরা যে যেভাবে পারেন যত দ্রুত সম্ভব দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এসব পদক্ষেপ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, প্রতিনিধি দল ও জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যকার আলোচনা ভেঙে গেলে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া বা যুদ্ধ সংগঠিত করার কোনো পরিকল্পনাই আওয়ামী লীগের ছিল না। ...পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মসমর্পণ এমনই এক অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে, বেশ কিছু সময় পর্যন্ত অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এবং এমনকি আওয়ামী লীগ কর্মীদেরও একটা বিরাট অংশ বিশ্বাস করতে পারেনি যে এই সংগ্রামে তিনি তাদের সঙ্গে নেই, বরং সুদূর পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের হেফাজতে আছেন। ...শেখ মুজিবের এই তথাকথিত আইনগত পদক্ষেপ (স্বাধীনতা ঘোষণা) (জুরিডিক্যাল অ্যাক্ট) বাস্তবে কখনোই ঘটেনি, কারণ ২৫ মার্চ মধ্যরাতে তাঁকে বন্দি করা হয়। তা ছাড়া, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণেও তা ঘটা সম্ভব ছিল না, সেটা হচ্ছে এই যে, ২৫ মার্চ নাগাদ বাংলাদেশের জনগণের মনে বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকলেও এমন কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই, যার দ্বারা আওয়ামী লীগ সংগঠন বা তার প্রধান নেতা

www.pathagar.com

তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সভায় এমনকি ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞ শুরুর প্রাক্কালেও স্বাধীনতার বিষয়ে কোনো আলোচনা করেছেন। ২৪ মার্চ ও বিশেষত ২৫ মার্চ সব সচেতন ব্যক্তির কাছেই এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে একটা সামরিক আক্রমণ আসন্ন। কিন্তু সে রকম চূড়ান্ত পরিস্থিতির মুখে ২৫ মার্চ বিকেলে ও সন্ধ্যায় রেহমান সোবহানসহ যারা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাদের কারো সঙ্গেই স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ে কোনো আলাপ করেননি। তাজউদ্দীন আহমদ, আমীরুল ইসলাম ও ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল; তাদের সঙ্গেও তিনি এ বিষয়ে কোনো কথা বলেননি।" ... *(সূত্র ঃ স্বাধীনতার ঘোষণা, কৃত-বদরুদ্দীন উমর ঁ। অন্তর্গত - প্রথম আলো, পৃ-৮, ক-২, তারিখ ২৪ জুলাই ২০০৪)।* ২৪-২৫ জুলাই প্রথম আলোতে ছাপা হওয়ার আগে বদরুদ্দীন উমরের এই লেখাটি ইংরেজি দৈনিক নিউএজ-ছাপা হয়েছিল। সাংবাদিক মশিউল আলমের করা সেই লেখাটির অনুবাদ ছাপা হয় প্রথম আলোতে।

এম আর সিদ্দিকীর বক্তব্য

"এ ব্যাপারে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, 'স্বাধীনতার ঘোষণা' বিষয়ক কাহিনীর উৎপত্তি ঢাকায় নয়, যদিও আওয়ামী লীগের সব বড় নেতা ও শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা ২৫ মার্চে তার সঙ্গেই ছিলেন। তাদের কেউ কেউ, যেমন ডঃ কামাল হোসেন ও আমীরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গে ছিলেন ২৫ মার্চের রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। ... ১৯৭১ সালে এম আর সিদ্দিকী ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য। ওই সময়ের প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনাবলি বোঝার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য উদ্ধৃত করা সহায়ক হতে পারে। ... এম আর সিদ্দিকী বলেন, 'আমি ২৩ মার্চ সোজা ঢাকা চলে যাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করা ও তার নির্দেশনা পাওয়ার জন্য। তার বাড়িতে আমি তার সঙ্গে দেখা করি। তিনি বলেন, তিনি আশা করেন যে আলোচনার একটা সন্তোষজনক পরিণতি হবে এবং তিনি মনে করেন ইয়াহিয়া যত দিন প্রেসিডেন্ট আছেন তত দিন কোনো যুদ্ধ হবে না।' সেই সময় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও পরে মুজিব মন্ত্রিসভার অন্যতম

www.pathagar.com

সদস্য এম আর সিদ্দিকীর এ বক্তব্য থেকে মনে হয় যে ইয়াহিয়া খানের সদিচ্ছা ও তিনি 'আলোচনা থেকে একটা সন্তোষজনক পরিণতি'তে পৌঁছতে পারবেন বলে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। ... ইয়াহিয়ার প্রতি শেখ মুজিবের পরিপূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও এম আর সিদ্দিকী বলেন অন্য কথা। তিনি বলেন, 'আমি তাকে বলি যে চট্টগ্রামে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং আমি সর্বাত্মক আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি দেখতে পাই। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি চট্টগ্রাম ফিরে গিয়ে চট্টগ্রামকে রক্ষা করার জন্য বাহিনী সমাবেশ করতে বলেন। আক্রমণ হলে তিনি পালিয়ে চট্টগ্রাম যাবেন এবং আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেবেন।' *(সূত্র ঃ পূর্বোক্ত)*। যে ব্যক্তি ২৩ মার্চ সিদ্দিকীকে বলেন যে আক্রমণ হলে তিনি চট্টগ্রামে পালিয়ে যাবেন এবং যুদ্ধে যোগ দেবেন, তিনিই ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টায় আমীরুল ইসলাম ও কামাল হোসেনকে বলেন যে তিনি যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যান তাহলে পাকবাহিনী ঢাকা শহরের সবাইকে মেরে ফেলবে, তিনি সেটা ঘটতে দিতে পারেন না, তাই পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা দেওয়ার জন্য বাড়িতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই আলোকে বিচার করলে শেখ মুজিব যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে সিদ্দিকীকে যা বলেছেন তা যে তিনি আদৌ গুরুত্বের সঙ্গে বলেননি তা বোঝা যায়। ... এসব ঘটনা থেকে যৌক্তিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না যে সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগের বা দলটির নেতা শেখ মুজিবের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠিত করার বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল। ... *(সূত্র ঃ পূর্বোক্ত)*।

বার্তা প্রসঙ্গে এম আর সিদ্দিকী

এম আর সিদ্দিকীর কথা অনুযায়ী আরো একটা বার্তা তাদের কাছে পৌঁছেছিল, যেটি শেখ মুজিব পাঠিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি বলেন, "২৬ মার্চ সকাল প্রায় সাড়ে ৬টায় আমার স্ত্রী লতিফা মইনুল আলমের (চট্টগ্রামের ইত্তেফাক সংবাদদাতা) কাছ থেকে একটি ফোন পান। মইনুল আমার স্ত্রীকে বঙ্গবন্ধুর পাঠানো একটি বার্তা দেন, যেটি গ্রহণ করেছে চট্টগ্রামের ওয়্যারলেস অপারেটররা। সে বার্তায় লেখা ছিল,

www.pathagar.com

'বাংলাদেশের ও বিশ্বের জনগণের উদ্দেশে বার্তা। রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প ও পিলখানা ইপিআর রাত ১২টায় হঠাৎ পাকবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ নিহত। মারাত্মক লড়াই চলছে। আমাদের মুক্তির সংগ্রামে সহযোগিতার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন। সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করুন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। জয় বাংলা। শেখ মুজিবুর রহমানের বার্তা।' এই বার্তা তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।" তাহলে দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে সেই 'স্বাধীনতার ঘোষণা,' যেখানে আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নেই। এতে আছে প্রতিরোধের কথা, আর 'আমাদের মুক্তির সংগ্রামে' সহযোগিতা চেয়ে বিশ্বের কাছে আবেদন। একটা দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা কি এমন ছোটখাটো ব্যাপার যে, কোনো সুস্থ মস্তিস্কের মানুষের পক্ষে এই বার্তাকে স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব? একটা দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা কেন ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশের জনগণের উদ্দেশে প্রচার না করে নীরবে একজন অখ্যাত টেলিফোন অপারেটরকে পাঠানো হলো আর তার কাছ থেকে সেটা ঢাকার এক দৈনিকের চট্টগ্রাম সংবাদদাতার মাধ্যমে এম আর সিদ্দিকীর কাছে পৌঁছানো হলো? এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ ২৫ মার্চ রাত ১১টা পর্যন্ত ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। শেখ মুজিবের স্বকণ্ঠেই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা যেত। তার বাসভবনেই যেকোনো একটা সাধারণ রেকর্ডারে সেটা রেকর্ড করা যেত খুব সহজেই। আলোচনা ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটা যখন সবাই জেনে যায় এবং যখন সবাই আশঙ্কা করছিল যে পাকবাহিনীর হামলা অনিবার্যভাবে শুরু হতে যাচ্ছে, তখনই দলের সহযোগীদের উপস্থিতিতে মুজিবের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা রেকর্ড করা যেত। কিন্তু এ রকম কিছুই ঘটেনি। বার্তাটি যদি আদৌ স্বাধীনতার ঘোষণা বোঝাতেই পাঠানো হয়ে থাকে, তবে তা করা হয়েছে খুবই কাপুরুষের মতো। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এ রকম কোনো বার্তা পাঠিয়ে থাকতে পারেন- এমন সম্ভাবনা বলতে গেলে প্রায় শূন্য। কারণ ওয়্যারলেসের মাধ্যমে এ ধরনের কোনো বার্তা পাঠানোর কোনো সুযোগ তার কার্যত ছিল না। প্রাপ্ত সব তথ্যপ্রমাণ অনুসারে, মধ্যরাতের অনেক আগে থেকেই তিনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, অন্যদের সঙ্গে

www.pathagar.com

যোগাযোগ করার কোনো উপায় তার ছিল না। এম আর সিদ্দিকী নিজেই বলেছেন যে সন্ধ্যা ৭টার দিকে শেখ মুজিবের কাছ থেকে তিনি বার্তা পেয়েছিলেন মুজিবের দুই প্রতিবেশীর মাধ্যমে, তারপর থেকে চট্টগ্রামের সঙ্গে ঢাকার সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ... *(পূর্বোক্ত)*।

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন

... "মেজর জিয়াই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ২৭ মার্চ 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দিয়েছিলেন আর সেটা প্রতিরোধ যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সংগঠিত হওয়ায় সহায়ক হয়েছিল। সেটা ঘটেছিল এমন এক মুহূর্তে, যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব অকেজো হয়ে পড়েছিল। বেসামরিক নাগরিকরা এমন ভরসা পেয়েছিলেন যে সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসাররা প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা, যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন, তারাও অনুভব করেন যে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণের একটা নতুন সুযোগ তাদের সামনে সৃষ্টি হয়েছে। এটাই ছিল জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব *(সূত্র ঃ স্বাধীনতার ঘোষণা, কৃত-বদরুদ্দীন উমর। অন্তর্গত - প্রথম আলো, পৃ-৯, ক-১, তারিখ ২৫ জুলাই ২০০৪)*।

www.pathagar.com

৭

সৈয়দ আলী আহসান

২৬ মার্চ আমার জন্ম দিবস ছিল - ঐদিন আমি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছি

"১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের স্বাতন্ত্র আবিষ্কারের একটি সতেচন অনুসন্ধান। ... মূলত এই যুদ্ধের প্রেরণা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শহীদ জিয়াউর রহমানের ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখের ঘোষণায় সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়। নানাভাবে শহীদ জিয়ার সংকল্প এবং অঙ্গীকারকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ২৬ মার্চ আমার জন্মদিন ছিল। চট্টগ্রামে আমার বাসগৃহে সমবেত হয়েছিল আমার ছেলেমেয়েরা ও জামাতাগণ। প্রখ্যাত শিল্পী রশীদ চৌধুরী, তার স্ত্রী এবং দুই কন্যাকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেই সন্ধ্যায় রেডিওতে জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তিনিই প্রথম জ্ঞাত করেন যে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম করছি এবং যে পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন না হয় সে পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করে যাবো। শহীদ জিয়ার আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত হয়। ... নানাভাবে জিয়াউর রহমানকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। একথাও বলা হয় যে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক নন এবং জিয়াউর রহমানের জায়গায় কয়েকটি অপরিচিত নাম একটি দলের পক্ষ থেকে দেয়া হয়। কিন্তু সময় প্রমাণিত করেছে যে জিয়াউর রহমান নৈতিক বলে বলীয়ান ছিলেন, আদর্শবাদী ছিলেন এবং স্বাধীনতার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। একথা

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জিয়াউর রহমান না থাকলে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ বিশৃংখলায় পরিণত হত। তিনি সাহস এনেছিলেন, সংকল্পের দৃঢ়তা, অভিপ্রায় এবং প্রত্যয় তার কাছ থেকেই আমরা পেয়েছিলাম। আমরা যখন বিচলিত এবং অনেক লোক শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছে তখন মানুষের মনে নতুন জীবনের প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। আমাদের ইতিহাস যতই বিকৃত করা হোক না কেন, যতই কাল্পনিক কাহিনী এনে জিয়াউর রহমানের অভিযান এবং সংকল্পকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হোক না কেন, এটা সত্য এবং সর্বজনবিদিত যে, একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা যখন দেশ থেকে পলায়ন করছিলেন অথবা পাকিস্তানের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিলেন- তখন একমাত্র জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার স্পৃহাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং দেশকে ক্রমশঃ স্বাধীনতার সংগ্রামে টেনে এনেছিলেন"
(সূত্র ঃ সৈয়দ আলী আহসান', দিনকাল, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১ - পৃ-০৪)।

www.pathagar.com

৮
শামসুল হুদা চৌধুরী

আমি চরম পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি তা পাকিস্তানিরা জানতো - জিয়াউর রহমান

২৬ মার্চ ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে উদ্ধৃত করে শামসুল হুদা চৌধুরী[৮] তাঁর গ্রন্থ 'একাত্তরের রণাঙ্গন'-এ উল্লেখ করেন, "ট্রাকের চালক ছিল একজন অবাঙ্গালী। আমার সাথে ছিল ব্যাটালিয়নের মাত্র তিনজন জোয়ান। এত রাতে কেন তারা আমাকে বন্দরে রিপোর্ট করতে পাঠাচ্ছে, একটা সংশয় আমার মধ্যে দানা বেঁধে উঠছিল। আসলে তারা আগেই টের পেয়েছিল আমি চরম একটি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। সুতরাং তারা চাইছিল আমাকে শেষ করে ফেলতে। তাই সেই রাতেই তারা ষড়যন্ত্র এঁটে ফেলেছিল। আগ্রাবাদের একটি বড় ব্যারিকেডের সামনে ট্রাক থেমে গেলো। আমি নেমে পায়চারী করছিলাম রাস্তায়। ভাবছিলাম কখন সবাইকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবো। ঠিক সে সময় মেজর খালেকুজ্জামান সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। অনুচ্চস্বরে বললেন, ওরা ক্যান্টনমেন্টে হামলা শুরু করেছে। শহরেও অভিযান চালিয়েছে। হতাহত হয়েছে শহরে বহু নিরীহ মানুষ। বুঝতে পারলাম, যে সময়ের জন্য এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম, সে সময় এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলামঃ উই রিভোল্ট (আমরা বিদ্রোহ করছি)। ... ব্যাটালিয়নের সব অফিসার আর জোয়ানদের এক জায়গায় একত্র করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম। বললাম ঃ আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি, তারা এই ঘোষণাটির জন্যই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। পর মুহূর্তেই সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। রাত তখন ২টা ১৫ মিঃ, ২৬ শে মার্চ '৭১। জাতির জন্য অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তটি" *(সূত্র ঃ একাত্তরের রণাঙ্গণ[৯], প্রকাশকাল ঃ ১৯৮৮, পৃ-১৭-৮)।*

www.pathagar.com

৯

তাজউদ্দীন আহমদ

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন

১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে যে ভাষণ দেন তা হল- "লড়াইরত আমাদের বাহিনীর চমৎকার সাফল্য এবং প্রতিদিন তাদের শক্তির সঙ্গে জনবলের বৃদ্ধি এবং দখলকৃত অস্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে যা মেজর জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে প্রথম ঘোষিত হয়; সক্ষম করেছে পূর্ণ অপারেশনাল বেইস প্রতিষ্ঠা করতে সেখান থেকে মুক্তাঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।" জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেয়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমের বিবৃতি তারিখ ১২ জুলাই ২০০৪।

তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের এ অভূতপূর্ব সাফল্য ভবিষ্যতে আরও নতুন সাফল্যের দিশারী। প্রতিদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর শক্তি বেড়ে চলেছে। একদিকে যেমন হাজার হাজার মানুষ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে তেমনি শত্রুর আত্মসমর্পণের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর একই সঙ্গে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে শত্রুর কেড়ে নেয়া হাতিয়ার। এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়" *(Bangladesh Doucument, ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ-দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, প্রকাশকাল ঃ ২০০৪, পৃ-১০)*

www.pathagar.com

১০

প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শেখ মুজিব "জয় বাংলা ! জিয়ে পাকিস্তান" বলে ৭ই মার্চের ভাষণের সমাপ্তি টেনেছিলেন

শেখ মুজিব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সাথে আপোষ করে পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর ৭ই মার্চ ১৯৭১ তারিখের ভাষণ "জিয়ে পাকিস্তান" বা কোন কোন ভাষ্য মতে, "জয় পাকিস্তান" বলে শেষ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং তত্তাবধায়ক সরকার প্রধান, বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান[৯] তাঁর রচিত গ্রন্থ "বাংলাদেশের তারিখ,"-এ উল্লেখ করেছেন, "৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি প্রধান মন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের অধিকার চাই ... এরপর যদি একটি গুলি চলে– এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়–তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা-কিছু আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু–আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। ...গুলি করবার চেষ্টা কোরো না। সাতকোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ...এবং আমাদের যা-কিছু আছে, তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।... "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।-জয়বাংলা। জিয়ে পাকিস্তান।"

(বাংলাদেশের তারিখ, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পৃ-৩৮, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৮)।

www.pathagar.com

১১

ইন্দিরা গান্ধী

শেখ মুজিব কোন দিন স্বাধীনতার ডাক দেন নাই

"১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় রত ছিলেন সে সময় নিউইয়র্কের কলম্বীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের এক সমাবেশে ৬ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে তিনি বলেন, স্বাধীনতার ডাক এসেছিল শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পর, তার পূর্বে নয়। আমার জানা মতে, তিনি কোন দিন কোন সময় স্বাধীনতার ডাক দেন নাই" *(বাংলাদেশ ডকুমেন্ট Ministry of External Affairs Govt. India, 1971, Bangladesh Edition, UPL, Published : 1999, পৃ-২৭৫).* জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেয়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমের বিবৃতি তারিখ ১২ জুলাই ২০০৪।

... যুদ্ধ চলার ৯ মাসে গণহত্যা ইত্যাদির কিছু রিপোর্ট বিদেশী সাংবাদিকরা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কেউই স্বাধীনতার ঘোষণার কোনো উল্লেখ করেননি। এমন কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৬ নভেম্বর ১৯৭১ নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন 'আমি যতদূর জানি, তিনি নিজে (শেখ মুজিবুর রহমান) স্বাধীনতা দাবি করেননি, এমনকি এখনো করেন না। {'He himself, so far as I know, has not asked for independence, even now.' *(Bangladesh Documents, Vol.-2, Page 73, Indian Government Publication)}"... (সূত্র ঃ স্বাধীনতার ঘোষণা, কৃত-বদরুদ্দীন উমর। অন্তর্গত - প্রথম আলো, পৃ-৯, ক-১, তারিখ ২৫ জুলাই ২০০৪)।*

www.pathagar.com

১২

ভারতের রাষ্ট্রপতি সঞ্জিব রেড্ডি

স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

"১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ভারত সফরে গেলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিলম সঞ্জিব রেড্ডি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন, 'একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাকারী হিসেবে আপনার মর্যাদা ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতীয় অগ্রগতি এবং জনকল্যাণে নিবেদিত একজন জননেতা হিসেবে বাংলাদেশের বাইরে আপনি গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন" *(Bangladesh International Politics by Prof. M Shamsul Huq, Published :1993, P.- 96).* জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেয়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমের বিবৃতি তারিখ ১২ জুলাই ২০০৪।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "নিলম সঞ্জিব রেড্ডি (Neelam Sanjiva Reddy) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২৫ জুলাই ১৯৭৭ তারিখে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন" *(INDIA SINCE INDEPENDENCE CHRONOLOGY OF EVENTS, Vol. 2 : 1967-1977 by Vimla Kaul, Published : 1978, P.-726).*

www.pathagar.com

১৩

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব-প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিজস্ব নিবন্ধ

২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের অনেক আগ থেকেই মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব-প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৪ মার্চ ১৯৭১ তারিখে তিনি ক্যাপ্টেন অলি আহমদের সাথে প্রথম বৈঠক করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা তাঁকে জানান। এরপর ১৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে তিনি চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে ইবিআরসি'র লেঃ কর্ণেল এম আর চৌধুরী, কর্ণেল অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরীর সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং লেঃ কর্ণেল চৌধুরীকে নেতৃত্ব দানের জন্য অনুরোধ করেন। লেঃ কর্ণেল চৌধুরী ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী এবং নিহত হন। ২২ মার্চ ১৯৭৪ তারিখে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় "একটি জাতির জন্ম" শিরোনামে তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান-এর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত নিবন্ধে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন এবং কখন ও কিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।...

www.pathagar.com

"আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা যেয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করেছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব কর্ণেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চায়। ক্যাপ্টেন শমসের মুবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানায় যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তা হলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্নস্থানে জমা হতে থাকল, আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে, কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করলাম, উপযুক্ত সময় এলেই মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি। ... কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈন্যদের মাঝে উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

...১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্ণেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দু'দিন পর ইপিআর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং

www.pathagar.com

ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

... তারপর এলো সেই কালো রাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিল নৌবাহিনী ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানি) প্রহরী থাকবে তাও জানান হল। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কি না তা দেখার জন্য এক জন লোক ছিল। আর বন্দরে শিকারীর মত প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তোবা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদ আমাদের থামতে হল। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, 'তাঁরা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে।' এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম- আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেপ্তার করো। ওলি আহমদকে বল ব্যাটেলিয়ান তৈরি রাখতে, আমি আসছি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পোস্ট অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হল না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভাল সে আমার আদেশ মানল। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানি

www.pathagar.com

অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম হাত তুলো। সে আমার কথা মানল। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এ মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারদের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানল এবং অস্ত্র ফেলে দিল। আমি কমান্ডিং অফিসারের জিপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এল। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাশুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। ... অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম, আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলাল।

ব্যাটেলিয়ানে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম- ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ান বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে তারা। এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হল।

আমি ব্যাটেলিয়ানের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলাম। তারা সবাই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি

www.pathagar.com

তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে।" *(সূত্র ঃ সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২ মার্চ ১৯৭৪, পৃ-২৪-৫। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উক্ত নিবন্ধটি শেখ রেহানা সম্পাদিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ জুলাই ২০০৪ সংখ্যা, পৃ-২২-এ পুনঃমুদ্রিত হয়)।*

বেতারে জিয়াউর রহমানের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা

মেজর জিয়াউর রহমানের প্রথম বেতার ঘোষণাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

Dear fellow freedom fighters,

I, Major Ziaur Rahman, Provisional President and Commander-in-Chief of Liberation Army do hereby proclaim independence of Bangladesh and appeal for joining our liberation struggle. Bangladesh is independent. We have waged war for the liberation of Bangladesh. Everybody is requested to participate in the liberation war with whatever we have. We will have to fight and liberate the country from the occupation of Pakistan Army. Inshallah, victory is ours.

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রাহিম

প্রিয় সহযোদ্ধা ভাইয়েরা,

আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চীফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে দেশ ছাড়া করতে হবে।

ইনশাল্লাহ, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

www.pathagar.com

২৬ মার্চ ১৯৭১ রাত্র ২.১৫ মিনিটে (২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে) তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান এর নেতৃত্বে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মেজর জিয়া ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন। এরপর তিনি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন অফিসার জে সি ও এবং জোয়নাদেরকে একত্রিত করে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। সাথে সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাকে তা জানানো হয়। *(সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র[১০] ৩য় খন্ড, পৃ-১, প্রকাশকাল ঃ ২০০৪)।*

বেতারে জিয়াউর রহমানের দ্বিতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা

শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করে মেজর জিয়ার দ্বিতীয় বেতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"I, Major Zia, provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already formed a sovereign legal Government under Sheikh Mujibur Rhaman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic Government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all Governments to mobilise public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world." *(একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-১৮০)।*

www.pathagar.com

মেজর জিয়াউর রহমান দ্বিতীয় বেতার ঘোষণা স্বউদ্যোগেই দিয়েছিলেন--কর্ণেল অলি আহমদ বীর বিক্রম

শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করে মেজর জিয়াউর রহমানের দ্বিতীয় বেতার ঘোষণাটি আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুরোধে দেয়া হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম ২০০৪ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চ্যানেল আইকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, মেজর জিয়াউর রহমান যত ঘোষণা দিয়েছেন সবই নিজ থেকেই দিয়েছিলেন। তখন আওয়ামী লীগের কোন নেতাকেই চট্টগ্রামে পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

১৪

লেঃ কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামান, বীর উত্তম

ইপিআর মেসেজের প্রচারণা তথ্যভিত্তিক নয় - জিয়াউর রহমানের দুই ঘোষণাই আমি শুনেছি

স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান (অবঃ) বলেছেন, "স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে আর কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দিলেও তিনি বা তার দল ওই মুহূর্তে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইপিআর ম্যাসেজের মাধ্যমে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে যে প্রচারণা আছে তা আসলেই তথ্যভিত্তিক নয়। কারণ, আমার জানামতে, ইপিআর-এর প্রতিনিধি সে সময় ধানমন্ডি ৩২-এ বসে ওই মুহূর্তের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে জেনারেল এমএজি ওসমানী তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে বলেন। অহিংস পন্থা অবলম্বনের উপদেশ দেন। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দেয়া স্বাধীনতার বেতার ঘোষণাটি যেমন আমি শুনেছি তেমনি নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে দেয়া তার প্রথম বেতার ভাষণটিও আমি নিজের কানে শুনেছি। শুধু আমি নই, আমার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য সেটি শুনেছিলেন"। *(সূত্র ঃ মানবজমিন ঃ ১০ জুলাই ২০০৪ - পৃ-১১)।*

www.pathagar.com

১৫

মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম

২৫ মার্চ রাতে ইপিআর থেকে মেসেজ প্রেরণ সম্ভবপর ছিল না

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার দখল করে এবং সেখান থেকে যাতে কোন প্রকার বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব না হয় সে লক্ষ্যে সম্পূর্ণ পূর্ব-প্রস্তুতি ও কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মেজর রফিকুল ইসলাম[১১] বীর উত্তম তাঁর গ্রন্থ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ-এ বর্ণনা করেনঃ "রাত সাড়ে ১০টার দিকে ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা পীলখানার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং আক্রমণের জন্যে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। রাত ঠিক ১২টায় একটি গুলির শব্দ হয় এবং তার পরপরই একসংগে সমগ্র পীলখানার ওপর ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। ... পাকসেনারা কোয়ার্টার গার্ডসহ সমগ্র পীলখানা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। বেশ কিছু ইপিআর-এর জোয়ান ওই রাতে শহীদ হয়। কিছু ইপিআর সৈন্য পালাতে সমর্থ হয়। অবশিষ্ট অধিকাংশই বন্দি হয় পাকসেনাদের হাতে" *(একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-১৫১)।*

২৫ মার্চ ২২ বালুচ রেজিমেন্ট অবাঙ্গালী সিগন্যাল সেনাদের ডিউটিতে নিয়োগ করে

২৫ মার্চ পিলখানার ইপিআর-এর সদস্যদের নিকট থেকে অস্ত্র জমা এবং ২২ বালুচ রেজিমেন্ট কর্তৃক ইপিআর সিগন্যাল যোগাযোগ কেন্দ্রের

www.pathagar.com

দায়িত্ব নিয়ে নেয়া সম্পর্কে মেজর রফিক বীর উত্তম তার বই 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' - এ টেল অব মিলিয়নস এ উল্লেখ করেনঃ "২৫ মার্চ ... পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী সন্ধ্যার মধ্যে সকল ইপিআর সেনা তাদের অস্ত্র অস্ত্রাগারে জমা দিয়ে দিলো। ২২ বালুচ রেজিমেন্ট নীরবে ইপিআর সিগন্যাল যোগাযোগ কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়ে নিলো এবং অবাঙালী সিগন্যাল সেনাদের ডিউটিতে নিয়োজিত করলো। গেটেও এই রেজিমেন্টের সেনাদের ডিউটি দেয়া হলো এবং পিলখানার ভিতরে প্রবেশ কিংবা সেখান থেকে বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হলো।" *(লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে - এ টেল অব মিলিয়নস, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-৬৩-৬৪)।* "ঢাকায় ২৫শে মার্চ বিকাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বাধ্যতামূলক বিশ্রাম নিতে বলা হয়। যানবাহনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগের রাতেই বোঝাই করা হয়েছিলো। ২৫শে মার্চ বিকাল ৫টায় গণহত্যা কার্যক্রমের জন্য ব্যাটালিয়ান কমান্ডারদের চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়। ... ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ৮টা ৩০ মিনিটে সৈন্যরা ব্যারাক ছেড়ে বেরোতে থাকে। ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ তেজগাঁও বিমান বন্দরের কাছে প্রথম গুলীবর্ষণ শুরু হয়" *(লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে - এ টেল অব মিলিয়নস, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-৭৯)*

২৫ মার্চ শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণ ও গ্রেফতারবরণ

"ঢাকায় কারফিউর আশংকায় রাত ১০টার মধ্যে রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। প্রধান প্রধান সড়কে ব্যাপক সৈন্য চলাচল শুরু হয়। উত্তেজিত ঢাকার মানুষ মনে করেছিলো যে, বোধ হয় কঠোর সামরিক আইন তাদের ওপর বলবৎ করা হচ্ছে। কিন্তু রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ যখন চতুর্দিক থেকে কামান, ট্যাংক এবং রাইফেলের অবিরাম গোলাগুলী শুরু হলো তখন তারা চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলো। ... চতুর্দিকে গুলীবর্ষণ শুরু হলে সাংবাদিকেরা মনে করেছিলেন, ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনের মতো বোধ হয় কারফিউ ভঙ্গ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের কেউ কেউ শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোন করে ঘটনা কি তা জানতে চেষ্টা করলেন। ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ সব টেলিফোন অচল হয়ে যায় এবং দেখতে দেখতে রাতের আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, সমগ্র নগরী তখন জ্বলতে থাকে

www.pathagar.com

অনির্বাণ শিখার মতো জ্বলজ্বল করে।" *(লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে - এ টেল অব মিলিয়নস, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-৮১)।* "২৫শে মার্চ রাত ১২টার দিকে প্রধান লক্ষ্যস্থলগুলোর উপর আর্টিলারী শেল পড়তে শুরু করে। ... রাত তখন দেড়টা। একটি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া সৈন্যবাহী যান এবং সৈন্য বোঝাই একটি ট্রাক ধানমন্ডী আবাসিক এলাকার দিকে অগ্রসর হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনের সামনে পৌঁছে যায়। পৌঁছেই সকল সৈন্য কিছুক্ষণ বাড়িটির দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন চিৎকার করে তাদের বললেন, 'তোমরা আমাকে গ্রেফতার করতে পারো, কিন্তু গুলী থামাও।' সৈন্যরা প্রার্থিত ব্যক্তিকে পেয়ে খুশী হলো। তারা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে সেনানিবাসে নিয়ে গেলো এবং সেখান থেকে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলো" *(লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে - এ টেল অব মিলিয়নস, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-৮২)।*

শেখ মুজিব-জেনারেল ইয়াকুব বৈঠক

শেখ মুজিব নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাই ছাত্রজনতার শত চাপ সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা (Unilateral Declaration of Independence) দেয়া সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে মেজর রফিক তাঁর গ্রন্থ 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ'-এ উল্লেখ করেন- "শেখ মুজিব ৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন, এমন আশা অনেকেই করেছিল। পাকিস্তানি সামরিক জান্তাও এটা ভেবে শংকিত হয়ে পড়েছিল। এমন কি পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এই আশংকাও করছিল যে, উত্তেজিত জনতা ঢাকা সেনানিবাস আক্রমণ করবে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, লেঃ জেনারেল ইয়াকুব খান ও শেখ মুজিবের মধ্যে বৈঠক হয় ৫ মার্চ সন্ধ্যায়। পাশাপাশি সোফায় বসে জেনারেল ইয়াকুব শেখ মুজিবের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলেন এবং অনুরোধের সুরে বললেন, আর যাই করেন, ৭ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন না। স্বাধীনতা ঘোষণা করলে গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলা নিক্ষেপ করবে। শেখ মুজিব ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আর যা-ই

www.pathagar.com

করেন কামানের গোলা নিক্ষেপ করবেন না, করলে পরিণতি ভাল হবে না। আর ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদ থেকে শেখ মুজিবকে অনুরোধ করে সংবাদ প্রেরণ করলেন- আপনার ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করছি। ৭ মার্চ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক লেখক এন্থনি ম্যাসকারেনহাস বলেছেন, "জনগণের একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রধান যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁর প্রতি আস্থা থাকলে টিক্কা খানের আত্মসমর্পণের দাবি করে তাঁকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্যে দৃঢ় মনোভাবাপন্ন লাখ লাখ বাঙালিকে চার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনানিবাসে পাঠাতে পারতেন। .. .. .. তখন ন্যূনতম রক্তপাতে বাংলাদেশ বাস্তবে পরিণত হত। কিন্তু শেখ মুজিব ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখ লাখ লোককে সেনানিবাসে পাঠালে নিরস্ত্র জনগণ হত্যাযজ্ঞের শিকার হত। লাখ লাখ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এবং শেখ মুজিব চিহ্নিত হতেন বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে। বিশ্ব জনমত চলে যেত বাঙালি জাতির বিপক্ষে" *(একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-৭১)*।

ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শেখ মুজিব পাকিস্তানের ক্ষমতা লাভের উদ্যোগ নেন

শেখ মুজিব সব সময় আলোচনার দরজা খোলা রেখেছিলেন। তিনি শাসনতান্ত্রিক উপায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভে আগ্রহী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মেজর রফিক তাঁর গ্রন্থ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ-এ উল্লেখ করেন- "শেখ মুজিব একদিকে বলেছেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', অপরদিকে আলোচনার দরজা খোলা রেখেছিলেন। ... মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক বসল ১৬ মার্চ। আড়াই ঘন্টাকাল আলোচনা শেষে বেরিয়ে এসে শেখ মুজিব বললেন, আলোচনা চলছে এবং চলবে এর বেশি আমার কিছু বলার নেই। ... ২০ মার্চ উপদেষ্টাসহ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৯০ মিনিটব্যাপী তৃতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হন। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে শুধু বললেন, 'আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে'" *(একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-৭২)।*

এন্থনী ম্যাসকারেনহাস কর্তৃক শেখ মুজিবের সমালোচনা

তাঁর সমালোচক এবং শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই মনে করেন তাঁর নিজের এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্বুদ্ধিতা ও দূরদর্শিতার অভাবের কারণে তাঁরা জাতীয় ক্রান্তিকালে জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারেননি। পঁচিশে মার্চের ঘটনা সম্পর্কে এন্থনী ম্যাসকারেনহাস বলেছেন, "শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের চোখ ও কানের সম্মুখে বেদনাদায়ক সাক্ষাৎ (সাক্ষ্য) প্রমাণের স্তূপ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ইয়াহিয়া খানের ফাঁদে সহজেই ধরা দিয়ে শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলার ওপর আলাপ-আলোচনা নামক উন্মাদের নাচে অংশ গ্রহণ করলেন এবং পরিণামে মেষের মতো কসাইয়ের শানিত অস্ত্রের মুখে নিক্ষিপ্ত হলেন। পঁচিশে মার্চে চরম আদেশ দানের পর ইয়াহিয়া খান যখন করাচিতে ফিরে যাচ্ছিলেন আর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদল যখন ঢাকা ও চট্টগ্রামে হত্যাযজ্ঞের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তখন আওয়ামী লীগের একজন সংবাদবাহক স্থানীয় ও বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে শেখ মুজিব স্বাক্ষরকৃত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করছিলেন'। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা শেষ হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আমরা মতৈক্যে পৌঁছেছি এবং আমি আশা করি প্রেসিডেন্ট এখন তা করবেন। আমার দুঃখ হয় এই নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য নেই" *(একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-১৫৫)।*

দৈনিক বাংলার জনাব মনজুর আহমেদের সাথে জিয়ার সাক্ষাৎকার

"আগ্রাবাদের নিকট ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সমস্ত ঘটনা বললেন। মেজর জিয়া মনস্থির করে ষোলশহরে ফিরে এলেন তখনই। দৈনিক বাংলার জনাব মনজুর আহমেদের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই ঘটনা সম্পর্কে জেনারেল জিয়া বলেছেন ঃ 'রাত প্রায়

www.pathagar.com

সাড়ে এগারোটায় জানজুয়া নিজে এসে তাঁকে নৌ বাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোলশহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দরের দিকে রওনা করে দেন। কিন্তু রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে সরিয়ে যেতে তাঁর দেরি হচ্ছিল। আগ্রাবাদে যখন একটা বড়ো ব্যারিকেডের সামনে বাধা পেয়ে তাঁর ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ে, তখন পেছন থেকে ছুটে আসে একটি ডজ গাড়ি। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান গাড়ি থেকে নেমেই আসেন মেজর জিয়ার কাছে। হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যান রাস্তার ধারে- ' ... পশ্চিমারা গোলাগুলি শুরু করেছে। শহরের বহু লোক হতাহত হয়েছে।' খালেকুজ্জামানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর থেকে কথা কয়টি ঝরে পড়ে। এখন কি করবেন? মাত্র আধ মিনিট। গভীর চিন্তায় তলিয়ে যান মেজর জিয়া। তারপর বলে উঠলেন- 'উই রিভোল্ট'। মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে ষোলশহরে পৌঁছে ক্যাপ্টেন অলিকে ব্যাটালিয়ন প্রস্তুত করতে বললেন। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ফিরে এলেন। মেজর জিয়া নৌবাহিনীর গাড়িতেই অবাঙালি অফিসার ও বাহিনীসহ ষোলশহর এসে পৌঁছলেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমেই তাঁর সঙ্গে অফিসার ও সৈনিকদের অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করলেন। তার পরেই বন্দি করে নিয়ে এলেন কম্যান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল জানজুয়াকে। ইতিমধ্যে মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন সাদেক, লেঃ শমসের মুবিন চৌধুরী, লেঃ মাহফুজ হেড কোয়ার্টারে এসে পৌঁছেন। উপস্থিত সৈন্যদের একত্রিত করা হল। শহরে অবস্থানরত সৈন্য এলো বেশকিছু। মেজর জিয়া উপস্থিত অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। রাত তখন প্রায় ১টা। ... মেজর জিয়া তাঁর সৈন্যদের নিয়ে শেষ রাতের দিকে কালুরঘাটের পথে রওয়ানা হলেন এবং কালুরঘাটে এসে পৌঁছলেন ২৬ মার্চ খুব ভোরে। সেদিন সকালেই ১৭নং উইং-এর সহকারী উইং কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন হারুন তাঁর ইপিআর বাহিনী এবং প্রচুর গোলাবারুদ নিয়ে কালুরঘাট পৌঁছেন। মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন হারুনকে ইপিআর বাহিনী নিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকতে বললেন। ২৬ মার্চ তারিখে জিয়া তাঁর নিজস্ব বাহিনী, কিছু আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, ইবিআরসি'র রিক্রুটদের পুনর্গঠন করে এক-একজন অফিসারের নেতৃত্বে বাহিনী বিভিন্ন স্থানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ... কালুরঘাটে হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়

www.pathagar.com

এবং ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে নিযুক্ত করা হয় হেড কোয়ার্টারের কো-অর্ডিনেটিং অফিসার" *(একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-১৭৮-৯)।*

২৬শে মার্চ জিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণা - অফিসার ও জোয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

মেজর জিয়াউর রহমানের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে মেজর রফিক তাঁর গ্রন্থ 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ'-এ উল্লেখ করেন- "পঁচিশে মার্চ রাতে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টও বিদ্রোহ করে। ষোলশহরে অবস্থানরত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রত্যেকটি বাঙালি সৈনিক ও অফিসার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঙালি জাতির রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহর নামক স্থানে। ... অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের পাকিস্তানি অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল জানজুয়া ব্যতীত উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান, কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন অলি, এ্যাডজুটেন্ট লেঃ শমসের মুবিন চৌধুরীসহ ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন সাদেক, লেঃ মাহফুজ প্রমুখ বাঙালি অফিসার ছিলেন" *(একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-১৭৬)।*

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি

প্রকৃত পক্ষে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত জিয়াউর রহমানই ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান। এ প্রসঙ্গে মেজর রফিক লিখেন, *"ঐদিন বিকেলে (২৭ শে মার্চ) তিনি মদনঘাটস্থ রেডিও স্টেশনে আসেন এবং "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" থেকে এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' বলে উল্লেখ করলেন।" ... (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে - এ টেল অব মিলিয়নস, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-৯৭)।*

www.pathagar.com

শমশের মুবিন চৌধুরী জিয়াউর রহমানের ঘোষণা বার বার পাঠ করেন

"লেঃ শমসের মুবিন চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ২৭ মার্চ সন্ধ্যার সময় মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং ভাষণ দিলেন। ২৮শে মার্চ সারাদিন আমি ওই ভাষণ বেতার কেন্দ্র থেকে পড়ি" *(সূত্র ঃ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩, পৃ-১৮১)।*

মেজর জিয়া তাঁর ঘোষণার মাধ্যমে জাতিকে আশার পথ দেখিয়েছেন

মেজর রফিক তাঁর উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্কে না গেলেও একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর এবং আহ্বানই সামরিক, আধা সামরিক তথা বাঙালি জাতিকে নতুন আশার পথ দেখিয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেদিন সত্যই মেজর জিয়ার আহ্বানই সবার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল- অন্ধকারে জনতা পেয়েছিল আলোর সন্ধান" *(একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯৩, পৃ-১৮১)।*

www.pathagar.com

১৬

মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

বেতারে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণায় জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবেই ঘোষণা করেছিলেন

জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়া[১২]-উল্লেখ করেছেন, "রাত এগারোটায় অফিসার কমান্ডিং জানজুয়া হঠাৎ মেজর জিয়াকে এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বন্দরে যেতে হুকুম দেন। এই রহস্যজনক হুকুমের অর্থ বুঝতে পারেন না মেজর জিয়া। রাত প্রায় সাড়ে এগারটায় জানজুয়া নিজে এসে তাঁকে নৌবাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোলশহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দরের দিকে রওয়ানা করে দেন। রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে যেতে মেজর জিয়ার বিলম্ব হচ্ছিল। জনসাধারণ রাস্তায় এত ঘন ঘন এত বেশী ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল যে সেগুলো সরিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। মেজর জিয়া যখন আগ্রাবাদে গিয়ে বড় একটা ব্যারিকেডের সামনে আটকা পড়েছেন তখন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তাঁর পিছন থেকে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গাড়ী থেকে নেমে তিনি মেজর জিয়ার কাছে ছুটে আসেন এবং তাঁকে পাকিস্তানী সৈন্যরা কিভাবে শহরে গুলি করে লোক মারছে তার বর্ণনা দেন। উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় খালেকুজ্জামান যখন মেজর জিয়াকে প্রশ্ন করেন, "আমরা এখন কি করব?" মেজর জিয়া তখন বলেন, 'আমরা বিদ্রোহ করব'। তিনি খালেকুজ্জামানকে ফিরে যেতে বলেন এবং ব্যাটেলিয়ন তৈরির জন্য ওয়ালী আহমদকে নির্দেশ দিতে বলেন। আর তারই সংগে ব্যাটেলিয়ানের সমস্ত পশ্চিমা অফিসারকে বন্দী করার হুকুম দেন। ... এরপর একাই তিনি একটি গাড়ী নিয়ে ছুটে যান অফিসার কমান্ডিং জানজুয়ার বাড়ী। সেখানে কলিং বেল টিপতেই জানজুয়া ঘুম ভেঙ্গে উঠে আসেন এবং মেজর জিয়াকে

www.pathagar.com

দেখে হতভম্ব হয়ে যান। যাকে তিনি বন্দী করার পরিকল্পনা করেছিলেন সে যে এমনি তাঁর পাতা ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে যমদূতের বেশে হাজির হবে এ তিনি কল্পনাও করেননি। এর পরে জিয়া ষোলশহর ফিরে আসেন। ... এরপর তিনি স্থানীয় জননেতা ও বেসামরিক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু কাউকে তিনি সে সময় পাননি। অন্য উপায় না দেখে হঠাৎ তাঁর মাথায় নতুন বুদ্ধি জাগে। তিনি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট যে বিদ্রোহ করেছে এই ঘটনাটা সবাইকে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। অপারেটর সানন্দে রাজী হন। ... বিদ্রোহের আগুন চতুর্দিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গভীর রাতে ব্যাটেলিয়নের আড়াইশ'র মত বাঙালি সৈন্যকে মেজর জিয়া পাকিস্তানিদের হত্যাকান্ড ও দূরভিসন্ধির কথা বুঝিয়ে বললেন। সেই অমানুষিক ক্রিয়া-কলাপের কথা শুনে সাধারণ সৈনিকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করল। সমর্থন জানাল তারা এই মহান বিদ্রোহে। জীবন দিয়েও দেশের স্বাধীনতা, দেশের ইজ্জত রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হল। ... ২৭ মার্চের সন্ধ্যায় তিনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টার পৌঁছালেন, যেটি তখনও পর্যন্ত বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক বাঙালিদের আওতার মধ্যে ছিল। মেজর জিয়াকে দেখে উৎসাহ-উদ্দীপনায় ফেটে পড়ল বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা। কিন্তু মেজর জিয়া কি বলবেন। তিনি বিবৃতির পর বিবৃতি লিখে ছিঁড়ে ফেলেন কিন্তু মনোমত বিবৃতি তৈরি করা সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে। ওদিকে বেতারে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হচ্ছিল আর পনেরো মিনিট পরে মেজর জিয়া বেতারে ভাষণ দেবেন। ঘন্টা দেড়েক বিপুল চেষ্টার পর তিনি তাঁর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি তৈরি করেন। এবং তিনি নিজেই সেটি ইংরেজি ও বাংলায় পাঠ করেন। বলা বাহুল্য মেজর জিয়া তাঁর প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে হেড অব দি ষ্টেট অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান রূপেই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় দিনের ভাষণে এ -তথ্যই প্রকাশ পায় যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে" *(মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, প্রকাশকাল ঃ ১৯৮৫, পৃ-২৮-৩১)*। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করে মেজর জিয়াউর রহমান যে ঘোষণাটি দেন তা তিনি ২৭ মার্চ দিয়েছিলেন যা মেজর রফিক ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। তাই "প্রথম দিনের" বলতে জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়া ২৬ মার্চ বুঝিয়েছেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। ২৬ মার্চ সেনাবাহিনীসহ মেজর জিয়া কালুরঘাট পৌঁছেছিলেন।

www.pathagar.com

১৭

সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রয়োজন

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণে যখন এ দেশের মানুষ অসহায় এবং দিশেহারা তখনই জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে মেজর জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বিদ্রোহ করলেন, উপস্থিত জনতা, সামরিক-বেসামরিক অফিসার ও জোয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দেশ মাতৃকাকে হানাদার মুক্ত করার আহ্বান জানালেন। তাঁর ঐ আহ্বানে দেশের মানুষ নতুন করে সাহস সঞ্চার করে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার রক্তাক্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার সময় তিনি বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট এবং লিবারেশন আর্মির কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মুজিব নগর সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাই বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে তাঁকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান জাতি হিসেবে আমাদেরকে আরও গৌরবান্বিত করবে।

www.pathagar.com

১৮

পাদটীকা

১। **মেজর সিদ্দিক সালিক** ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন লেঃ জেঃ টিক্কা খান ও লেঃ জেঃ এ একে নিয়াজীর জনসংযোগ অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জেনারেল নিয়াজীর পাশে পাশে থেকেই পাক সামরিক জান্তার সকল কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন এবং পরে তা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর লিখা 'Witness to Surrender' শীর্ষক বইটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়।

২। **ডেভিল লোশাক** ১৯৬৯-এর দিকে লন্ডনের The Daily Telegraph এবং The Sunday Telegraph পত্রিকার দক্ষিণ এশিয়ার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। তাঁর জন্মস্থান লন্ডনে। রিপোর্টিংয়ের কারণে তিনি নাইজেরিয়া ও সিয়েরালিওন থেকে বহিস্কৃত হন। তাঁর লেখা 'Pakistan Crisis' নামক বইটি ১৯৭১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

৩। **এম এ মোহাইমেন** স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা 'পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স' ও 'পাইওনিয়ার প্রেসের' মালিক ছিলেন। আওয়ামী লীগের জন্ম থেকেই তিনি আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের টিকেটে লক্ষ্মীপুর থেকে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের মত তিনিও ভারতে পলায়ন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা 'ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর' শিরোনামের বইটি ১৯৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪। **অলি আহাদ** প্রবীণ রাজনীতিবিদ, ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে

www.pathagar.com

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। তিনি ১৯৪৭-৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের শুরু থেকে জাতীয় রাজনীতির প্রতিটি ধারার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। নির্লোভ রাজনীতিবিদ হিসেবে সর্বমহলে শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর লিখা 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে।

৫। ডঃ জি ডব্লিউ চৌধুরী ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াইয়া খান কর্তৃক নির্বাচিত সিভিল সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর লিখা 'THE LAST DAYS OF UNITED PAKISTAN' শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে।

৬। বদরুদ্দীন উমর একজন বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুপরিচিত। তিনি বাংলাদেশ লেখক শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। এককালের 'পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি'র মুখপত্র সাপ্তাহিক গণশক্তির সম্পাদক ছিলেন তিনি। বদরুদ্দীন উমর বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ 'পূর্ব বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (৩ খন্ড) সর্বমহলে গৃহীত ও প্রশংসিত হয়েছে। তিনি সমসাময়িক বিষয়ের ওপর দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও অসাম্প্রদায়িক বক্তব্যের জন্য সুধীমহলে সুপরিচিত। উল্লেখ্য, বদরুদ্দীন উমর অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের শেষ সেক্রেটারী জেনারেল প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ আবুল হাশিমের পুত্র।

৭। সৈয়দ আলী আহসান শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, কবি ও জাতীয় অধ্যাপক। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি ভারত চলে যান এবং কলকাতায় অবস্থান করে লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে বিরাট অবদান রাখেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭৭ সালে শহীদ

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁকে উপদেষ্টা পরিষদে নিযুক্ত করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে গঠিত জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের তিনি সভাপতি ছিলেন। তাঁর আলোচ্য নিবন্ধটি ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখের দৈনিক দিনকালের 'বিজয় দিবস' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮। **শামসুল হুদা চৌধুরী** মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জাতীয় সম্প্রচার একাডেমীর প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখা 'একাত্তরের রণাঙ্গণ' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে।

৯। **মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান** প্রেসিডেন্সি কলেজ, রাজশাহী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। লন্ডনের লিঙ্কন্‌স্ ইন থেকে ১৯৫৯ সালে তিনি ব্যারিস্টার হন। বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও আইন বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্ট বারে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। জনাব রহমান ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর একজন ফেলো। তিনি লিঙ্কন্‌স্ ইন-এর অনারারি বেঞ্চার এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উরস্টার কলেজের অনারারি ফেলো। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৩৩।

১০। **'বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিলপত্র' ঃ** শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৭ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভবপর হয়নি। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র' (১৫ খন্ড) গ্রন্থপ্রস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সালে প্রথম প্রকাশ করে। এটির প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন হাসান হাফিজুর রহমান। ২০০৪ সালে উক্ত দলিলপত্র (১৫ খন্ড)

www.pathagar.com

পুনর্মূদ্রণ করা হয়। এ লক্ষ্যে গঠিত সাব-কমিটি পূর্ব প্রকাশিত ১৫ খন্ড দলিল গ্রন্থে কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বানান ভুল, অসঙ্গতি ও তথ্যগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে পুনর্মূদ্রণ করে। ১৫ খন্ডের দলিলপত্রের তৃতীয় খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমান প্রেরিত ইপিআর মেসেস বলে যে দলিলটি সংযুক্ত হয়েছিল দলিলপত্র পূনর্মূদ্রণ প্রত্যয়ন কমিটি সেটিকে যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক নয় বলে বাতিল করে এবং তদস্থলে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম) থেকে মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত দলিলটি 'মেজর জিয়ার প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা' শিরোনামে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত দলিলপত্র পুনর্মূদ্রণ প্রত্যয়ন কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

ক। অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সভাপতি

খ। প্রফেসর ড. এম মনিরুজ্জামান মিয়া
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সদস্য

গ। প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সদস্য

ঘ। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন
বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি,
দৈনিক ইত্তেফাক -সদস্য

ঙ। ড. কামাল উদ্দীন সিদ্দিকী
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব-সদস্য

চ। প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা পিডিয়ার প্রধান সম্পাদক–সদস্য

ছ। প্রফেসর ড. কে এম মহসীন
সভাপতি বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ–সদস্য

www.pathagar.com

জ। প্রফেসর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সাবেক চেয়ারম্যান বাংলাবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সদস্য
ঝ। প্রফেসর ড. জসীম উদ্দীন-সদস্য

১১। মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং ভোলাহাট সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ওপর বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৯১ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর তিনি কিছুকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর লিখা 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে - এ টেল অব মিলিয়নস' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে এবং 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে।

১২। মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবিদ আলী ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন থাকা অবস্থায় মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা। তাঁর লেখা 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' শীর্ষক গ্রন্থটি ১৯৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

" I, Major Ziaur Rahman, Provisional President and Commander-in-Chief of Liberation Army do hereby proclaim independence of Bangladesh"..

"আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও
লিবারেশন আর্মি চীফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি
এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি"

-জিয়াউর রহমান।

ইপিআর ম্যাসেজের মাধ্যমে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে যে প্রচারণা আছে তা আসলেই তথ্যভিত্তিক নয়।... জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দেয়া স্বাধীনতার বেতার ঘোষণাটি যেমন আমি শুনেছি তেমনি নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে দেয়া তাঁর প্রথম বেতার ভাষণটিও আমি নিজের কানে শুনেছি

- লেঃ কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামান, বীর উত্তম।

"২৬ মার্চ [illegible]র জন্মদিন ছিল।... সেই সন্ধ্যায় রেডিওতে জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।.. শহীদ জিয়ার আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত হয়" - সৈয়দ আলী আহসান।

" শেখ মুজিবুর রহমান... কোনো বার্তা পাঠিয়ে থাকতে পারেন, এমন সম্ভাবনা বলতে গেলে প্রায় শূন্য। কারণ ওয়্যারলেসের মাধ্যমে এ ধরনের কোনো বার্তা পাঠানোর কোনো সুযোগ তার কার্যত ছিল না। প্রাপ্ত সব তথ্য প্রমাণ অনুসারে, মধ্যরাতের অনেক আগে থেকেই তিনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায় তার ছিল না। মেজর জিয়াই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ২৭ মার্চ 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দিয়েছিলেন আর সেটা প্রতিরোধ যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সংগঠিত হওয়ায় সহায়ক হয়েছিল। সেটা ঘটেছিল এমন এক মুহূর্তে, যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব অকেজো হয়ে পড়েছিল" - বদরুদ্দীন উমর।